CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 October, 2020 ■ আগরতলা, ২ অক্টোবর, ২০২০ ইং ■ ১৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাহুলকে পুলিশের গলাধাক্কা হাথরাস ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতি

লখনউ, ১ অক্টোবর (হি.স.)।। একেবারে বিরল দৃশ্য! হাথরাস যাওয়ার পথে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। অভিযুক্ত উত্তর প্রদেশ পুলিশ। ধস্তাধস্তি, গলায় ধাক্কা, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ধাক্কায় একসময় মাটিতেও পড়ে যান সোনিয়া-তনয়। পরে নির্দেশ লঙ্ঘনের দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় গ্রেফতার করা হয় রাহুল গান্ধীকে।

রাহুল, প্রিয়াঙ্কা-সহ কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের প্রতিনিধি দলের একটি কনভয় হাথরাসের পথে রওনা হয়। মাঝপথে তাদের প্রথমে আটকে দেওয়া হয়। কিন্তু নাছোড় রাহুল-প্রিয়াঙ্কাও। তাঁরা স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে হেঁটেই রওনা দেন হাথরাসের দিকে। রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীও। হাথরাস যাওয়ার পথে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে রাহুলদের আটকে দেয় উত্তর প্রদেশ পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি হয়। রাহুলকে ধাক্কা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মাটিতে পড়ে

যান কংগ্রেস সাংসদ। রাহুল পুলিশকে প্রশ্ন করেন, ”আমি একই হাথরাস যেতে চাই। কোন ধারায় আমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে একটু জানাবেন?’’ পুলিশ জানায়, ”নির্দেশ লঙ্ঘনের দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায়।”

রাহুল-প্রিয়াঙ্কা ঘোষণা করেছিলেন হাথরাসে যাওয়ার কথা, ১৯ বছর বয়সী গণ-ধর্ষিতা তরুণীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। বৃহস্পতিবার ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও কর্মসূচি বাতিল করেননি কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা। রাহুল-প্রিয়ঙ্কার কনভয় গ্রেটার নয়ডায় আসতেই আটকে দেওয়া হয়। নয়ডার এডিসিপি রণবিজয় সিং জানান, তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে।

কোনও মতেই আগেই যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ফলে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে হাঁটা শুরু করেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা-সহ কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। রাহুল, প্রিয়াঙ্কাকে যেখানে আটকানো হয়, সেখান থেকে হাথরাসের দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার। সেখান থেকে কিছু দূরে এগনোর পরেই রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের আটকায় পুলিশ। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। রাহুলকে গলাধাক্কা দিতেও দেখা যায় পুলিশকে। পরে গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেস সাংসদকে। রাহুল গান্ধী জানান, ”পুলিশ আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। লাঠিচার্জ করেছে এবং ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। আমি জানতে চাই, শধুমাত্র মোদীজির কী এই দেশে অবাধ বিচরণ? আমাদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা হেঁটেই যাচ্ছিলাম।

পুর নিগম এলাকায় সরকারী দপ্তরগুলিতে কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ উপস্থিতির সিদ্ধান্ত বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। পুর নিগম এলাকায় সরকারী দপ্তরগুলিতে কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ উপস্থিতির সিদ্ধান্ত বাতিল করল রাজ্য সরকার। এখন থেকে পুরোদমে সরকারী দপ্তরগুলি পরিচালিত হবে। সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে। আজ মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এক নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, গত ২৮ আগস্ট আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সরকারী দপ্তরে কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ উপস্থিতির সিদ্ধান্ত বাতিল করা হচ্ছে। এখন থেকে সরকারী অফিস স্বশাসিত এবং সরকার অধিগৃহীত দপ্তরগুলিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমার শচীন দেববর্মনের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। কুমার শচীন দেববর্মণ ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা অতুলনীয়। এ রকম একজন কিংবদন্তি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের আদর্শ ও কর্মধারাকে পাথেয় করেই রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত সুরসম্রাট কুমার শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তাঁকে স্মরণ করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ অক্টোবর থেকে ফের রাজ্যে শুরু নেইবারহুড ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় পুনরায় শুরু হচ্ছে নেইবারহুড ক্লাস। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খোলা আকাশের নীচে নেইবারহুড ক্লাস শুরু হবে। আজ বৃহস্পতিবার বুনিয়াদি শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা সাজু বাহিদ এ-বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। প্রসঙ্গত, করোনা লাগামহীন বৃদ্ধিতে গত ২৮ অগাস্ট থেকে ত্রিপুরা সরকার নেইবারহুড ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছিল। করোনা-র প্রকোপে ওই ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহের মাথায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১৫ অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পূর্ণ স্বাধীনতা রাজ্যগুলিকে দেওয়ায়, ত্রিপুরা সরকার ফের নেইবারহুড ক্লাস শুরু করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নেইবারহুড ক্লাসে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ৮ ঘণ্টা এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ১০ ঘণ্টা পঠন-পাঠন হবে। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিদিন দুটি ক্লাস নেবেন। তার জন্য নির্দিষ্ট গ্রুপ তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক ক্লাসের সময় দেড় থেকে ২ ঘণ্টা করে হবে। এছাড়া, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এসসিআরটি-র কমানো পাঠ্যক্রমই পড়ানো হবে।

এদিকে, স্বাস্থ্যবিধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নেইবারহুড ক্লাস খোলা আকাশের নীচে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপ অনুযায়ী তাদের বাড়ির নিকটবর্তী স্থান বাছাই করতে হবে। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয়ের বারান্দা কিংবা খোলা স্থানকেও নেইবারহুড ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা যাবে। তবে ক্লাস রুমকে কোনওভাবেই নেইবারহুড ক্লাসের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

অন্যদিকে, ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং কিছুক্ষণ পর পর হাত সাবান কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে ধুতে হবে। জ্বর কিংবা কোনও ধরনের অসুস্থতা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যোগ দিতে পারবে না। সর্বোপরি নেইবারহুড ক্লাসে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিপত্র অবশ্যই শিক্ষকদের কাছে জমা দিতে হবে।

নেইবারহুড ক্লাস পর্যবেক্ষণে জেলা শিক্ষা আধিকারিক, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং ওএসডি-দের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাডেমিক লিডার এবং অ্যাকাডেমিক কো-অর্ডিনেটরদেরও সমস্ত কিছু নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। তবে কনটেনমেন্ট জোনে এই আদেশ কার্যকর হবে না।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে করোনা আক্রান্তকে মৃত ঘোষণা, চিকিৎসক পুত্রের প্রচেষ্টায় শ্বাস নিলেন পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। আবারো চিকিৎসাক গাফিলতিতে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। মৃতের নাম তরুণ নাগ। বাড়ি খোয়াই শহর সংলগ্ন আমলা পাড়া এলাকায়। সংবাদপত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ শ্বাসকষ্টজনিত কারণে তরুণ বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজনরা।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তার করোনা টেস্ট করেন। তাতে করোনা পজেটিভ আসে। করোনা পজিটিভ আসার পর চিকিৎসকরা তার গায়ে আর স্পর্শ করেনি। শ্বাসকষ্ট জনিতরোগে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হওয়ায় তাকে মৃত বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় হাসপাতাল থেকে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তরুণ নাগের পুত্র তৃদ্বীপ নাগ বর্তমানে জিবি হাসপাতাল জুনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতাল থেকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ছুটে যান চিকিৎসক পুত্র। ততক্ষণে খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তরুণ নাগকে মৃত বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়। খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা সন্তুষ্ট না হয়ে চিকিৎসক তৃদ্বীপ নাগ নিজে নিজে হাত লাগান চিকিৎসা কাজে, । প্রকৃতপক্ষে তার হার্ট ব্লক হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী পাম্প করে তরুণ বাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন চিকিৎসক পুত্র। জ্ঞান ফিরে আসতেই চিকিৎসক পুত্র বাবাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে দ্রুত জিবি হাসপাতাল এর উদ্দেশ্যে নিয়ে রওয়ানা দেন।

অবশ্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সুবল সিং পাহাড় এলাকায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তরুণ বাবু। এব্যাপারে মৃত তরুণ নাগের কন্যা অভিযোগ করেছেন জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের গাফিলতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে ভারতে পৌঁছাল প্রধানমন্ত্রীর অত্যাধুনিক বোয়িং বিমান

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.)।। অবশেষে ভারতে এসে পৌঁছাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয়া অত্যাধুনিক বোয়িং বিমান। আমেরিকার টেক্সাসের ওর্থ বিমানবন্দর থেকে ১৫ ঘণ্টার যাত্রা শেষে বৃহস্পতিবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে অত্যাধুনিক বোয়িং ৭৭৭-৩৩০ ইআর বিমানটি। যা এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ানে যুক্ত হতে চলেছে।

আগস্টের শেষের দিকে ভারতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। অবশেষে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নয়া অত্যাধুনিক বাহন। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টে ১১ মিনিটে বোয়িং জেট ভারতে অবতরণ করেছে।’

প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির ব্যবহারের জন্য বিমান দুটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র।

আর সেই বিমানের বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। বিশেষ বিমানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধের নিজস্ব ”মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম” আছে। যা ”লার্জ এয়ারক্রাফ ইনফ্রারেড কাউন্টারমেজার্স” (এলএআইআরসিএম) নামেও পরিচিত। বিমানে রয়েছে সেল্ফ প্রোটেকশন স্যুট (এসপিএস)। নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিচারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমানকেও টক্কর দেবে মোদীর নয়া বাহন।

একইসঙ্গে বিমানে বড়সড় অফিস থাকছে। বৈঠকের জন্য ঘর, বিভিন্ন কমিউনিকেশন সিস্টেমের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে অর্থ প্রাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে অর্থ প্রাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে রাজ্যের প্রাপ্তির প্রবণতায় ২২০০ কোটি টাকা ঘাটতি হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই এ-বিষয়ে ত্রিপুরার স্বার্থ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এ-কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রের সাথে আলোচনা করার জন্য সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে বলে ইতিমধ্যেই একাধিক টুইট বার্তায় দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন। পাশাপাশি রবার উৎপাদনে ধোয়ার ঘর তৈরিতে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায় প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশে ত্রিপুরা ৬,০০০ কোটি টাকা পাবে। কিন্তু অর্থ বরাদ্দের প্রবণতায় মনে হচ্ছে ২,২০০ কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে। তাই এ-বিষয়ে ত্রিপুরার স্বার্থ দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া চলমান প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন রয়েছে। তার মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকা প্রাপ্তি হয়েছে। বাকি ৬৫০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-আবগারি অনলাইন সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার জন্য জনসাধারণকে সরকারের কাছে আসতে হবে না। রাজ্য সরকারই সমস্ত পরিষেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ। কারণ সরকারের বিভিন্ন পরিষেবাকে সহজ ও সরলীকরণ করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ত্রিপুরা সরকারের মূল লক্ষ্য। আজ বৃহস্পতিবার মহাকরণের ভিডিও কনফারেন্স হল-এ ত্রিপুরায় ই-আবগারি অনলাইন সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এ-কথা বলেন, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি পরিষেবার কাজে যত বেশি স্বচ্ছতা আসবে তত বেশি জনসাধারণ উপকৃত হবেন। পাশাপাশি স্বচ্ছতা আসলে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটা স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়ে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ই-আবগারি অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু করা সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাঁর কথায়, ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা উন্নীতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা সহজলভ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১ ◘ ২ অক্টোবর ২০২০ ইং ◘ ১৫ আশ্বিন ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ভয় বিনু হোই ন প্রীতি

ভয় বিনু হোই ন প্রীতি', অর্থাৎ ভীতি জাগাইতে না পারিলে প্রীতিও পাওয়া যায় না জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই অযোধ্যায় দাঁড়াইয়া, যেখানে প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাল প্রাচীন মসজিদের জমিতেই গড়িয়া উঠিতেছে রামমন্দির। মসজিদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল প্রচুর, কিন্তু তাহারও অধিক ছিল একটি বিশ্বাসের গুরুত্ব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোনও মতেই মসজিদের জমিতে হিন্দু মৌলবাদীদের মন্দির গঠনের অন্যায় দাবি মানিয়া লইবে না। রাষ্ট্রের ন্যায্যতাবোধ সংখ্যাগরিষ্ঠবাদের সেই রাজনীতিকে প্রতিহত করিবে। রাষ্ট্রের এই ন্যায্যতাবোধই সংখ্যালঘুকে নিরাপত্তার বোধ দিতে পারিত, তাঁহাদের নির্ভয় করিতে পারিত। যে দিন সোনার ইটে এই কথাটি গাথা হইল যে, রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালন করিবে না, তাহাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিবে না, সেই দিনই প্রধানমন্ত্রীর মুখে ভয়ের আয়ুধে প্রীতি আদায়ের কথা তাহা কি নিতান্ত সমাপতন? না কি, প্রধানমন্ত্রী সচেতন ভাবে এই মুহূর্তটি বাছিয়া লইলেন, যাহাতে বার্তাটি নির্ভুল ভাবে সংখ্যালঘুর মর্মে বিঁধে তাঁহারা বুঝিয়া লউন, ভারতে থাকিতে হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠকে ভয় পাইতেই হইবে? এবং এমনই প্রতিরোধহীন থাকিতে হইবে, যেন তাহাকে প্রীতি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে?

প্রধানমন্ত্রীর এই ভারত-ভাবনাটি উঠিয়া আসিয়াছে মাধব সদাশিব গোলওয়ালকরের বাঞ্চ অব থটস-এর পৃষ্ঠা হইতে। তীব্র মুসলিম-বিদ্বেষী বয়ানে 'গুরুজি' গোলওয়ালকর লিখিয়াছিলেন, এই দেশে মুসলমানদের যদি থাকিতে হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবেই থাকিতে হইবে। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য মানিয়া, তাহাদের অত্যাচার সহিয়া। স্বাধীনতার পূর্ব হইতেই স্বাধীন দেশের যে কল্পনা জাতীয়তাবাদী নেতারা করিতেছিলেন, সেই ধর্মনিরপেক্ষ উদারবাদী ভারতের সহিত 'গুরুজি'-র ভারত-ভাবনার বিরোধ প্রত্যক্ষ, এবং অসেতুসম্ভব। নেহরু-যুগের ভারত হিন্দুত্ববাদী কল্পনার বিপ্রতীপে জাতি ও জাতীয়তার নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিল। জানাইয়াছিল, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের কোনও দায় সংখ্যালঘুর নাই এবং রাষ্ট্রের অধিকার নাই তাঁহাদের নিকট সেই প্রমাণ চাহিবার। সংখ্যাগরিষ্ঠের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন জওহরলাল নেহরু। ক্ষমতায় আসা ইস্তক নরেন্দ্র মোদী ভারত নামক ধারণাটির আত্মায় আঘাত হানিয়াই চলিয়াছেন। ইহাকে শুধু নেহরুর প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাবিবার কারণ নাই ভারতের ধারণার সহিত হিন্দুত্ববাদের এই সংঘাত কাঠামোগত। নরেন্দ্র মোদী সাভারকর, গোলওয়ালকরদের স্বপ্ন পূরণ করিতেছেন, এইমাত্র। অযোধ্যার মঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি জানাইলেন, জাতির জনকও এই রামরাজ্যেরই স্বপ্ন দেখিতেন। প্রধানমন্ত্রী ভুলিয়াছেন, গোলওয়ালকরকে ভারত এখনও 'জাতির জনক'-এর স্বীকৃতি দেয় নাই; হিন্দুত্ববাদী গুলিতে নিহত গাঁধীকেই এই দেশ এখনও পিতা হিসাবে চিনে।'ত্রাসের দাসত্বে' নাগরিক তাহার রাজার সহিত একাত্ম বোধ করিতে পারে না, ফলে রাজার শাসনও কখনও বৈধ হইতে পারে না। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রকল্পনার সর্ববৃহৎ খামতি এখানেই। রামচন্দ্র যখন সমুদ্রের উদ্দেশে ধনুর্বাণ তুলিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র তাহার স্বজন ছিল না, ছিল অপর। যে আচরণ অ-মিত্রের প্রতি সঙ্গত, যে অস্ত্রে শত্রুর আনুগত্য অর্জন করিতে হয়, তাহা যে আত্মজনের প্রতি অপ্রযোজ্য, এই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ। নরেন্দ্র মোদী বলিতে পারেন, হিন্দুত্ববাদের কল্পনায় মুসলমানরা আত্মজন নহেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ সেই অধিকারেই আগামী কাল তিনি লালকেল্লায় উপস্থিত হইবেন ফলে, তাঁহার রাজনৈতিক বিশ্বাস যাহাই হউক, মুসলমানদের আত্মীয়জ্ঞান করা ভিন্ন উপায় নাই। আত্মজনের বিরুদ্ধে ভীতির অস্ত্র অপ্রযোজ্য।

নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলো এসএসকেএম

কলকাতা, ১ অক্টোবর(হি. স.): এবার নিঃসন্তান দম্পতিদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলো এসএসকেএম। অবশেষে এসএসকেএম হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে আইভিএফ চিকিৎসা। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি পেয়েছে তাঁরা। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুমতির কথা জানান হয়েছে সম্প্রতি।

শত চেষ্টার পরেও সন্তান না হলে শেষ ভরসা হয় আইভিএফ পদ্ধতি। কিন্তু বেসরকারি পরিকাঠামোয় সেই চিকিৎসার বিপুল খরচ বহন করতে গিয়ে হিমশিম খায় দরিদ্র নিঃসন্তান দম্পতি। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় বিপুল অর্থ ব্যয় করেও অসফল হচ্ছেন তাঁরা। এবার অর্থের সমস্যার সমাধান করল এসএসকেএম হাসপাতাল। বিনামুল্যে এখানে নিঃসন্তান দম্পতিদের আইভিএফ চিকিৎসা দেওয়া হবে।এই প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন স্ত্রীরোগ চিকিৎসকেরা। এসএসকেএমের নিওনেটোলজি বিভাগে আইভিএফ চিকিৎসার জন্য স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ার বিষয়টি ঠিক হয়েছে। আপাতত মেডিসিনের নতুন বহির্বিভাগ ভবনে প্রকল্পের একটি অংশের কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে।স্বাস্থ্য ভবন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সই করেছেন।এই বিজ্ঞপ্তিতে, আইভিএফ কেন্দ্রের অনুমোদনের পাশাপাশি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি, এসএসকেএম কর্তৃপক্ষকে পূর্ত দফতরের সঙ্গে কথা বলে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ার কাজ শুরু করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের কণ্ঠস্বর হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়েছি : হরসিমরত

ভাটিন্ডা, ১ অক্টোবর (হি.স.): যেভাবেই হোক কৃষক-বিরোধী ”কালা” আইন প্রত্যাহার করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করল শিরোমনি অকালি দল। বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেওয়া শিরোমনি অকালি দলের নেত্রী হরসিমরত কউর বাদল জানিয়েছেন, কৃষকদের কণ্ঠস্বর হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু ছেড়েছে দল। এদিন ভাটিন্ডার তালওয়ান্ডি সাবোয় তখত শ্রী দমদমা সাহিবে যান হরসিমরত কউর বাদল। তালওয়ান্ডি সাবো থেকে কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। পরে হরসিমরত কউর বাদল জানান, কালা আইন প্রত্যাহারের জন্য বৃহস্পতিবার বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করল শিরোমনি অকালি দল। এই আইনের জন্য সমস্ত কিছু হারানো কৃষকদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে জোট, পদ, সরকার, সম্পর্ক-সমস্ত কিছু ছেড়েছে দল।

কৃষি আইনের বিরোধিতায় বৃহস্পতিবারও বিক্ষোভ চলতে থাকে পঞ্জাবে। ”রেল রোকো” আন্দোলনের মাধ্যমে এদিন কৃষকরা নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন কৃষি আইনের বিরোধিতায় অমৃতসর, তালওয়ান্ডি সাবো এবং আনন্দপুর সাহিব থেকে বের হয় শিরোমনি অকালি দলের কিষাণ মার্চ। সবশেষে রাজ্যপালের হাতে স্মারকলিপি।

নওগাম সেক্টরে পাক হামলায় মৃত্যু দুই সৈনিকের, আহত ৪ জন

শ্রীনগর, ১ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার নওগাম সেক্টরে পাকিস্তানি হামলায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু”জন সৈনিক। এছাড়াও আরও ৪ জন সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে কুপওয়ারা জেলার নওগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এলোপাথাড়ি গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনা। শত্রুপক্ষকে যথাযোগ্য জবাবও ফিরিয়ে দেন ভর্তি সেনা। যদিও পাক হামলায় প্রাণ হারান দু”জন সৈনিক এবং ৪ জন আহত হয়েছেন।

স্বচ্ছতার সঙ্গেই করোনা যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব

দীনেশ সিং

বর্তমানে গোটা বিশ্ব করোনার মহামারী নিয়ে লড়াই করছে। করোনাকে রোধ করার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন নির্ণায়ক সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। ফলে এক আতঙ্কের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। সেই সময়কার মনীষীরা কিভাবে এমন ধরনের সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই কৌশল জানতে হবে। কার্যক্ষেত্রে সে কৌশলকে প্রয়োগ করতে হবে। ভয় এবং হতাশার এই পরিবেশে কীভাবে মনোবল বজায় রাখতে হবে সেটা মনীষীদের কার্যপদ্ধতি থেকে শিখতে হবে। এর জন্য মহাত্মা গান্ধী থেকে ভালো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। দৃঢ়চেতা সংকল্প সাহস এর মধ্যমে এই ধরনের সংকটের সঙ্গে লড়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী।

১৯০৫ সাল গান্ধীজী কখন মাত্র ৩৫ বছর বয়সের এক যুবক। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহর প্লেগ মহামারীর কবলে আচ্ছন্ন। এই শহরের এক অংশে, ভারতীয়দের জনসংখ্যা বেশ বড় ছিল। বহু ভারতীয় এই রোগে ভুগছিলেন। আক্রান্ত ভারতীয়দের সেবা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন তিনি। এই সংক্রমিত রোগটি তারও হতে পারে জেনেও তিনি আর্তের সেবায় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পিছিয়ে যেতে চাননি। অ্যান্টি-অ্যান্টিবায়োটিকগুলি তখনও আবিষ্কার হয়নি। এই কারণে প্লেগের চিকিতা সম্ভব হয়নি। সংক্রমণটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। গান্ধী নির্ভয়ে সংক্রামিতদের যত্নে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি জানতেন যে এই রোগে আক্রান্ত হলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবুও তারা অধ্যবসায় করেছিল। স্ত্রী এবং চার ছোট সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তার কোন পরিবার নেই এবং তাকে আশ্রিত করে কেউ বেঁচে নেই। রোগটি এমন ছিল যে আক্রান্ত হলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা কম। একজন ব্রিটিশ মহিলা সেই সময় গান্ধীজি সহযোগী হিসেবে কাজ করছিলেন ওই মহিলা প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, গান্ধী পিছু হটলেন না। এটি তাঁর অদম্য সাহসের নমুনা। এই প্রসঙ্গে একটি চিঠির উল্লেখ করতে হয় যেটি গান্ধীজী কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়েছিল শহীদ ভগৎ সিংয়ের সাহসিকতার তুলনায় গান্ধীজীর অহিংসার পথ ভীরুতায় ভরা।। গান্ধী এর জবাব দিলেন।

তবে তার দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণ উপস্থাপন করেনি। ওই চিঠিতে গান্ধীজী বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে সাহস এবং বলিদান এর উদাহরণ পেশ করলেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন ভগৎ সিং, বালগঙ্গাধর তিলক এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলের একে-অন্যের সাহস নিয়ে তুলনা করাটা ঠিক নয়। তারা প্রত্যেকেই নিজের মতন করে দেশকে সেবা করে গিয়েছে।

জোহানেসবার্গে গান্ধীজি যা করেছিলেন, তা এই শ্রেণীতেই আসে। মানুষজনকে দেখভাল করার পাশাপাশি আরও একটি দিক তিনি খুলে রেখেছিলেন, তা হল স্বচ্ছতার। ভারতীয় সম্প্রদায় যাতে পরিচ্ছন্নতায় মনোনিবেশ করেন, এটাই ছিল তাঁর প্রচেষ্টা। গান্ধীজি পরিছন্নতার দিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ জন্যই জোহানেসবার্গ নগর নিগমের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, এবং মহামারী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে বলেও জানান। এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যদি গান্ধীজি থাকতেন তাহলে তিনি কী করতেন? এটা উল্লেখ করা জরুরু যে,স্প্যানিশ ফ্লুর সময়ে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন। মনে করা হয় তিনি ভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন না। অন্যতম কারণ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ। তাঁর দুই নাতি স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা ভ্যাকসিনের জন্য সমগ্র বিশ্বে যে প্রচেষ্টা চলছে, গান্ধীজি কী তা সমর্থন করতেন? এই প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার মূলত দু”টি কারণ। প্রথমত-গান্ধীজী ছিলেন প্রাকৃতিক ওষুধের একজন প্রবক্তা এবং দ্বিতীয়ত, তিনি জলবসন্ত ভ্যাকসিনের বিরোধী ছিলেন। বিরোধিতার পক্ষে তাঁর যুক্তি যুক্তিযুক্ত ছিল। তিনি বলতেন, জলবসন্ত ভ্যাকসিন তৈরির জন্য যে ধরনের নিষ্ঠুরতা চালানো হয়, তা অমানবিক। তাঁর মতে, ভ্যাকসিন তৈরির পদ্ধতি হিংসাত্মক এবং গরুর মাংস খাওয়ার মতো।

তবে, এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ভ্যাকসিনের ঘোরবিরোধী ছিলেন। ওয়ার্ধায় সেবাগ্রামের বাসিন্দাদের কলেরা ভ্যাকসিন নিতে বলেছিলেন তিনি। এর কারণ হল, ওই ভ্যাকসিন জলবসন্ত টিকার মতো তৈরী করা হয় না। তৈরী করার পদ্ধতির জন্য গান্ধীজির অনুযায়ী মোরারজি দেশাই কখনও টিকা নেননি। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন ব্রিটেনের মতো দেশ তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল। ব্রিটেন সেই সমস্ত দেশের মধ্যে ছিল যেখানে ভিসা পাওয়ার জন্য জলবসন্ত টিকা নেওয়া অনিবার্য ছিল। তবে, এখন গান্ধীজি থাকলে তিনি জলবসন্ত টিকার বিরোধিতা করতেন না। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই টিকা তৈরী করার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। আমার মতে, করোনা-ভ্যাকসিন তৈরির জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে, সেই প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করতেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও কিছু কথা গান্ধীজির থেকে শেখা উচিত। ১৯৩২ সালের কথা। প্লেগের কবলে ছিল গুজরাট। বোরসদ তালুক সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ছিল। সর্দার প্যাটেল সমস্ত কিছু দেখভাল করছিলেন। পরে গান্ধীজিও আসেন। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। স্বচ্ছতা সম্পর্কে তাঁদের বোঝান। এসব দেখে আমাদের এখন শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এই বিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অর্থনীতির বেহাল দশা। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের বেদনা, যাঁদের একজন কাজ নেই। এখন গান্ধীজি থাকলে কী করতেন? এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্যাবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তিনি। সর্বাগ্রে তিনি শহর থেকে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের সুরক্ষিত গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এরপর তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইরউইন শুমাকর নিজের ”স্মাইল ইজ বিউটিফুল” বইয়ে যে অর্থব্যবস্থার ধর্ণা রেখেছেন, ভারত যদি সেই ধারণা অবলম্বন করত তাহলে পরিযায়ী সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হত না। আমার মতে অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজি যে চিন্তাভাবনা রাখতেন, শুমাকর ভালোভাবেই তা উপস্থাপন করেছেন। গ্রাম বদলে গিয়েছে। যদি তাঁরা গ্রামেই কাজ পেতেন তাহলে কী এত দূরে যেতেন? এজন্য গান্ধীজি সর্বদা ভাবতেন গ্রাম যেন সাবলম্বী হয়। সেই প্রচেষ্টাও তিনি করতেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনার আবহে দুর্গাপুজো একটি বিতর্ক

অশোক সেনগুপ্ত

দুর্গাপুজোর প্রকাশ্য অনুষ্ঠান নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই বিতর্কে ইন্ধন যুগিয়েছে উত্তরপ্রদেশের পুজো-বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

করোনা আবহে পুজো প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগীকে বিঁধে ইতিমধ্যে টুইট করেছেন বিজেপি-রই সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। টুইট করেছেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক জিতিন প্রসাদ। আবার ফেসবুকেই প্রচার হচ্ছে, "সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন এবছর পুজো বন্ধ রাখুন, মহামারী কেটে গেলে সামনের বছর ধুমধাম করে পুজো করা যাবে।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, "কোভিড পরিস্থিতিতেও পুজো হবে। সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানই উদযাপন করা হবে। কিন্তু তা স্বাস্থ্যবিধি মেনে।" পুজোর দিনগুলিতে কোনওভাবেই যাতে বড় জমায়েত না হয় সেদিকে নজর রাখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন তিনি। বলেন, "বিসর্জনেও যেন ভিড় না হয়। ভিন্ন দিনে ভিন্ন এলাকায় বিসর্জন হবে। সেক্ষেত্রে কবে কারা বিসর্জন করবেন তা পুলিশ ঠিক করবে।"

এর প্রেক্ষিতে উঠছে প্রকাশ্যে পুজোর উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন। ফেসবুকেও শুরু হয়েছে প্রচার। কী বলছেন ব্যক্তিত্বরা? জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘর প্রাক্তন রাজ্য কার্যকরী সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, গত কয়েক দিনে সোস্যাল মিডিয়াতে একটি আবেদন নানাভাবে উঠে এসেছে। যার সারমর্ম হল, কোভিড মহামারীর কারনে এ বছর দুর্গাপূজা বন্ধ রাখা ও মহামারী উত্তর পরিস্থিতিতে পুনরায় ধুমধাম করে পূজার আয়োজন করার ইচ্ছাপ্রকাশ। মানব সভ্যতায় মহামারী চিরকালই ছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী ছিল না। অপর দিকে পুজো হল একটি চিরস্থায়ী ও চিরকালীন বিষয়। সব কিছু ছেড়ে দুর্গা পূজা বন্ধ করার প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে কেন? সবাইকে ছেড়ে হিন্দু পূজা ও মন্দিরের উপর এই তাত্ত্বিক আক্রমণ পরিকল্পিত নয় তো? পশ্চিমবঙ্গের একটি জাতীয় পরিচয়জ্ঞাপক হিসেবে দুর্গা পূজাকে আজও চিহ্নিত করা হয়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বৈদিক, শৈব সব মতের গন্ডি ভেঙে এই পূজাকে বাঙালি হিন্দুরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছে। এটা সত্য যে, শাস্ত্রীয় উপাচার, বিধি-নিষেধ, নিয়ম, নিষ্ঠাকে উপেক্ষা করে আজকের দুর্গাপূজা চাঁদার জুলুমবাজি, মাতলামি,ইভটিজিং, রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেশি শক্তি প্রদর্শন, দৃশ্য দূষণ, শব্দবাজির দাপাদাপিতে পরিণত হয়েছে। গত এক শতকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা। এগুলো কোনও কালেই কাম্য ছিল না, আজকের দিনেও নেই। আজকের শহুরে ফ্ল্যাট বাড়ি”র নিউক্লিয়াস পরিবারে ওই গন্ধ না পৌঁছালেও গ্রাম-বাংলায় আজও সেই ঘ্রাণ পৌঁছে যায়। শিক্ষকের শাসন, বন্ধুত্বের দূরত্ব, বাবার বকুনি, সব এক মাসের জন্য বেড়াতে চলে যায়। কোনও এক গাঁয়ের বঁধু বাপের বাড়িতে আসছেন।"

প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস এই প্রতিবেদককে জানান, "পুজো উৎসব, তবে ধর্মাচরণও। বন্ধ রাখার কথা শুধু হিন্দুদের জন্য? অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এসব বার্তা শুনেছি কি? আসলে এসব কথা ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দু বাঙালির মন থেকে ধর্ম বোধ লোপ করা। এটা একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।"

এসএফআইয়ের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেত্রী মিমোসা ঘড়াই এই প্রতিবেদককে জানান, "২০২০ এই বছরটা পুজো না করে যদি ওই টাকা ওর বাজেট এ সাধারণ মানুষজন যাদের আমফান থেকে শুরু করে এই করোনা মহামারীতে যাদের বিভিন্ন যেমন খেতে,পরতে, ওষুধ, আরও বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে, তাদের দিয়ে যদি পুজোটা (যদি করতেই হয়) অনাড়ম্বর ভাবে করা যায় সেটা খুব ভালো হবে। আমার মনে হয় সেটা করাই উচিত কারণ অনুষ্ঠানের আনন্দ মানুষের সাথে ভাগ করে নিলে সেটা আরও বেড়ে যায়, তাই আগে মানুষের ভালো থাকাটা জরুরি তারপর সব পুজো অনুষ্ঠান নাহয় হবে। আর পুজোর ব্যাপার জানি না, সবকিছু 'তথাকথিত স্বাভাবিক' চলছে, সবই হচ্ছে। সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, ঘুরতে যাওয়া সব খোলা, সেখানে পড়াশুনো আর স্কুল কলেজ নিয়ে একটু ভাবা হোক। পুজো এই বছর না হলেও হবে কিন্তু শিক্ষায় ফাঁক থেকে গেলে, সেটা কী ভাবে পূরণ হবে?"

বরিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার অলোক সরকার এই প্রতিবেদককে জানান, "দুর্গাপুজো আসছে, এবছর পুজো হওয়া নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা, আলাপ, আলোচনা চলছে। শাসকরা বলছেন, দুর্গাপুজোয় আনন্দ করুন মাস্ক পরে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুজোয় মেতে উঠুন। দুখিত, সহমত হতে পারলাম না। আমার মতে এবছর বাইরের পুজোর চেয়ে অন্তরের পুজোর বেশি প্রয়োজন ছিল। মুস্কিল হচ্ছে, মানুষ অতশত বোঝেনা, তাদের বোঝানো হয়নি।

নেতা নেত্রীরা সমাজের কল্যাণের চেয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিকে বেশি প্রাধান্য দেন। অথচ তাঁরা জানেন না যে ব্যাপারটা অনেকটা নিজের পায়ে কুড়াল মারার মত হয়। কি ভাবে? একটি পরিবারের মাথা পরিবারের সদস্যদের অখুশি রেখে নিজে খুশি থাকতে পারেননা, ঠিক সেই রকম সমাজের নেতানেত্রীরা সমাজকে বিপদে ফেলে নিজেরা আনন্দে থাকতে পারেন না।

করোনা সংক্রমণের পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিয়ন্ত্রনে একটু ছাড় দিলেই বিপুল বিক্রমে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে দিল্লি, কেরলে এই দৃশ্য আমরা দেখেছি, বিদেশেও লকডাউন তুলে নেবার পর আক্রমণ বেড়েছে। সুতরাং, এমতাবস্থায় এই বছর বারোয়ারী দুর্গাপুজো বন্ধ করলে ভালোই হতো। যে যার ঘরে বসে দুর্গা পূজার সময় মা দুর্গার আরাধনা করতেই পারেন, তাতে দুর্গা মা মোটেও অসন্তুষ্ট হতেন না। সামনের বছর না হয় ধুমধাম করে পুজো করা যেত। পুজো না হলে যেসমস্ত মানুষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হন, সরকার এবং পুজো কমিটির তরফ থেকে তাদের অর্থ সাহায্য করলে সবার মঙ্গল হতো।"

পঞ্চসায়র শিক্ষানিকেতনের সহ প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানান, "সারা পৃথিবীকে কার্যত স্তব্ধ করে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর বাস্তব আমাদের সামনে উপস্থিত। কত মাস ধরে আমরা বস্তুত ঘর বন্দী। কারোরই এই অবস্থাটা আর ভাল লাগছে না!

বর্ষা বিদায় নিয়েছে শরতের আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়। বাংলার মাঠে সাদা কাশ ফুলের ছড়াছড়ি। হিম হিম বাতাসে ভাসছে আনন্দময়ীর আবাহনী। সারা বছর বাঙালি এই একটি উৎসবের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু এ বছর এই অতিমারির পরিস্থিতির কারণে উৎসবের আয়োজনে ও পালনে রাশ টানা একান্ত দরকার। কথায় আছে 'যস্মি ন দেশে যদাচারঃ' যে দেশে যেমন সে দেশে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মা সারদা বলতেন 'যখন যেমন, তখন তেমন'। ঠিক সেই কথার অনুবর্তনই বর্তমান পরিস্থিতিতে আশু সমাধান।একটি বছর না হয় ঘরে থেকেই একটু অন্যরকম ভাবে উদযাপিত করি মাতৃ আরাধনা।পুজোর চাঁদার বেশির ভাগটা না হয় বিলিয়ে দেওয়া হোক দরিদ্র নারায়ণের সেবায়। কিছুদিন বাদে পৃথিবী আবার সুস্থ হবে 'মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষ রন্তী সিন্ধবঃ' আকাশ বাতাস মধুপূর্ন হয়ে উঠবে। ক্যালেন্ডারের পাতা মেনে আবার আসবে শারদোৎসব। সেবার নয় একটু বেশি আনন্দ করে পুষিয়ে নেব এবারের না পাওয়াটুকু !!"

জাতীর কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রাক্তন আধিকারিক বিদ্যুৎ বসু এই প্রতিবেদককে বলেন, "সাম্প্রতিক উদাহরণ রয়েছে, মহারাষ্ট্রে গনেশ পুজোর পর আর কেরালাতে ওনামের পর সংক্রমণের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। এই থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে এবছর ক্লাবগুলোর বারোয়ারি দুর্গাপুজো না করলেই ভালো। বাড়ির পুজো চলতে পারে। দুএকটা রাজ্য কিন্তু প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজো এবছরের জন্য বারণ করে দিয়েছে। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণ ক্রমবর্ধমান, এর পর যদি সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে উচ্চতর কক্ষপথে চলে যায়, তবে সামলানো খুবই কঠিন হবে। হাসপাতাল, নার্সিং হোমে জায়গা পাওয়া যাবে না। সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেবে।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় শহীদ অঞ্জলি সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মহিলা বাম কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

বিষ প্রয়োগের ঘটনায় পুতিনকে দায়ী করেছেন নাভালনি

মস্কো, ১ অক্টোবর (হি.স.): তাঁর ওপর বিষ প্রয়োগের পেছনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের হাত ছিল মনে করেন রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি বৃহস্পতিবার জার্মান ম্যাগাজিন ডের স্পিগেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, এই ধরনের বিষ প্রয়োগের চিন্তা ৩টা গোয়েন্দা সংস্থার মাথা থেকে আসতে পারে, যারা প্রত্যেকেই পুতিনের অধীনে কর্মরত। তিনি সতর্ক করেন, যদি এমন হয় যে ৩০ জন মানুষের হাতে এই ধরনের বিষ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তাহলে সেটা কেবল রাশিয়া নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই হুমকি।

আগস্টের শেষ দিকে পুতিনের সমালোচক নাভালনি সাইবেরিয়ার টমস্ক থেকে রাজধানী মস্কোয় ফেরার পথে এক কাপ চা পানের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জার্মানির বার্লিনে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে জার্মানি জানায়, নাভালনিকে নোভোচিক নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে ফ্রান্স ও সুইডেনে পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া গেছে। এর জন্য পুতিনকে দায়ী করা হলেও মস্কো তা অস্বীকার করেছে।

পুতিন কেন তাকে মারতে চান জানতে চাওয়া হলে নাভালনি ডের স্পাইজেলকে বলেন, 'ক্রেমলিন বুঝতে পেরেছে বেলারুশের মতো পরিস্থিতি ঠেকাতে তাদের অবশ্যই চরম পদক্ষেপ নিতে হবে।'

সম্প্রতি বেলারুশে প্রায় তিন দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কোর পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। লুকাশেঙ্কো ক্ষমতা থেকে সরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

নাভালনি বলেন, 'ব্যবস্থাটি তার টিকে থাকার জন্য লড়াই করছে এবং আমরা স্রেফ তার পরিণতির কবলে পড়েছি।'

স্বস্তি ! দুর্গাপুজো করার অনুমতি পেলেন লখনউয়ের বাঙালি বাসিন্দারা

লখনউয়, ১ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি। দুর্গাপুজো করার অনুমতি পেলেন উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের বাঙালি বাসিন্দারা। উত্তরপ্রদেশ সরকারের অনুমতি মেলায় পার্ক, ময়দান—সহ বিভিন্ন জায়গায় দশভূজার আরাধনা করা যাবে। তবে সব ক্ষেত্রেই কড়াকড়িভাবে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। পুজো উদ্‌যাপন, অনুষ্ঠান সব কিছুই ছোট আকারে করার কথা বলা হয়েছে।

লখনউয়ের বেঙ্গলি ক্লাবের সভাপতি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকার যে দুর্গাপুজোর অনুমতি দিল তাতে আমরা খুব খুশি। অবশেষে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। আমরা এবার মণ্ডপে তুলনামূলকভাবে ছোট দুর্গাপ্রতিমা রাখব এবং পাশাপাশি সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলব। আমাদের পুজোর বয়স ১০০ বছরেরও বেশি। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্য হঠাৎ বন্ধ করা খুবই কঠিন। মারণ করোনাভাইরাসের বিনাশ হোক এই পুজোয় এটাই আমাদের প্রার্থনা।'

এদিকে, রবীন্দ্র পল্লী পুজো কমিটির সভাপতি মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের পুজো এবার ৩৭তম বছরে পড়ল।

আমরা হয়তো কলস পুজো বা একেবারে ছোট আকারের একটি প্রতিমা পুজো করব।

তবে এবার পুজোর প্রসাদ বা ভোগ বিতরণ করা হবে না। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারবেন দর্শনার্থীরা।'

শুধু এই দুই ক্লাব নয়, সরকারের নির্দেশ মত করোনা বিধি মেনে, ছোট আকারে পুজো করায় সায় দিয়েছে সেখানকার সব ক্লাব।

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

পুজোর আগে করিমগঞ্জ শহরের রাস্তা সংস্কার ও স্ট্রিট লাইট মেরামতির দাবি নিয়ে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সকাশে বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সঠিকভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন। পাশাপাশি পুজোর আগে আন্তর্জাতিক সীমান্ত শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন করিমগঞ্জ বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বণিক। আজ বৃহস্পতিবার সঞ্জীব বণিকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শহরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর এ সংক্রান্ত এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। করিমগঞ্জ শহরের অলিগলি সংস্কার করা এবং স্টিট লাইটগুলোকে সচল করার দাবি জানান সঞ্জীব বণিকরা।

তিনি বলেন, দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। দুর্গা পূজার আগে শহরকে সাজিয়ে তোলার জন্য পুরসভার সঙ্গে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। এ বছর কোভিডের ফলে পূজার আনন্দ অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু শহরকে সাজিয়ে তুলতে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সঞ্জীববাবু।

তিনি বলেন, শহরকে কৃত্রিম বন্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নালাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে। ছোট-বড় সব নালা পরিষ্কার না করলে পুজোর মরশুমে বৃষ্টি হলে শহরবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এছাড়া অকেজো স্ট্রিট লাইটগুলো মেরামত করে শহরের পার্ক ও পুকুরগুলোকে সাজিয়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান শহর মণ্ডল সভাপতি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শহর মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণকান্ত রায়, জগদীশ দাস ও সাধারণ সম্পাদিকা জ্যোতিকা দেব।

এদিকে চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা বলেন, তিনি বিষয়গুলো নিয়ে জেলাশাসক ও পুর প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১ অক্টোবর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

মস্কো, ১ অক্টোবর (হি.স.): আজ ১ অক্টোবর থেকে শুরু হল দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। করোনায় সুস্থতার হার বেড়ে ৯০ শতাংশে পৌঁছেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং নতুন শনাক্ত ও মৃত্যুর হার কমে এসেছে দেশটিতে। এর ফলেই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল চালু হলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে পারবে না ভারতসহ বিশ্বের করোনা আক্রান্ত ৫৬টি দেশের নাগরিক। করোনার জন্য হাই রিস্ক দেশ চিহ্নিত করে আপাতত ওই সব দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে দেশটি।

ভারতসহ যেসব দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে সেগুলো হল- আলবেনিয়া, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, অস্ট্রিয়া, বাহরাইন, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইকুয়েডর, ফ্রান্স, জর্জিয়া, গ্রিস, গুয়াতেমালা, গিয়ানা, হন্ডুরাস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, ইরান, ইরাক, আয়ারল্যান্ড, ইসরাইল, জ্যামাইকা, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লুক্সেমবার্গ, মালদ্বীপ, মাল্টা, মেক্সিকো, মোল্দাভিয়া, মন্টিনিগ্রো, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে- ওমান, প্যালেস্টাইন, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, পর্তুগাল, পুয়েতর্তো রিকো, কাতার, রোমানিয়া, রাশিয়া, স্লোভাকিয়া, সুরিনাম, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ও ভেনিজুয়েলা।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাম। তাই বাংলাদেশি নাগরিক আজ ১ অক্টোবর থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করতে পারবেন।

করিমগঞ্জের বৃদ্ধাশ্রম বেলাভূমি-তে আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস উদযাপিত

করিমগঞ্জ (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষ্যে সেবা পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রম বেলাভূমিতে বৃহস্পতিবার ঘরোয়াভাবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেবা সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ বারো বছর ধরে এই দিনটি আনুষ্ঠানিকতার সাথে পালন করে আসছে। এ বছর করোনা অতিমারির জন্য কয়েকজন সদস্য মিলে আবাসিকদের অভিনন্দিত করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রয়াত শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিতাভ চৌধুরী স্মরণে "সেবা" সংখ্যার উন্মোচন করা হয়। উল্লেখ্য করোনা বিপর্যয়ের সময়ে সেবা পরিবার তাদের কাজ নীরবে করে যাচ্ছে। সেবা নামের পত্রিকাটি উন্মোচন করেন প্রয়াত অমিতাভ চৌধুরীর সহধর্মিণী ও আবাসিক দীপ্তি চৌধুরী। তাঁকে সহযোগিতা করেন ওই শিক্ষাবিদের প্রাক্তন ছাত্র অনুপ বণিক ও সেবা-র সহকারী সম্পাদক প্রবালকান্তি সেন। তিনি এই প্রয়াসে আপ্লুত হয়ে সেবা কর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

শিলিগুড়িতে বাউন সুগার সহ ধৃতের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির জংশন এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মহিলাকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়।

বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৬০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বুধবার রাতে জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মর্জিনা বেগম নামে ওই মহিলাকে আটক করে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। ওই ব্রাউন সুগার শিলিগুড়িতে কোনও ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে এসেছিলেন ওই মহিলা, এমনটাই অনুমান পুলিশের। মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অসহনীয় স্বামীর অত্যাচার, দুই সন্তানকে কোলে নিয়ে ট্রেনের নীচে ঝাঁপ মহিলার

পাঠাশালা (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুই সন্তানকে কোলে নিয়ে ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়েছেন আত্মঘাতী হয়েছেন জনৈক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার অন্তর্গত পাঠশালায়। আত্মঘাতী মহিলাকে বছর ২৭-এর মিনুয়ারা খাতুন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। দুই কন্যা সন্তানের মধ্যে একজন সাত বছরের রুকসানা, অন্যজন বছর ২-এর হামিম সুলতানা বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য দিনের আলোয় সংঘটিত হৃদয় বিদারক এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে জিআরপি-র দল। মিনুয়ারার আত্মীয় স্বজনরা অভিযোগ করে বলেছেন, তাদের মেয়ের স্বামী হানিফ আলি পেশায় একজন গাড়ি চালক। প্রতিদিন বাড়িতে এসে স্ত্রী মিনুয়ারার ওপর শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন চালাত। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে আত্মহত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ২৭ বছরের মিনুয়ারা। জিআরপি মৃতদেহ তিনটি ময়না তদন্তের জন্য বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। মৃত মহিলার পাড়া পড়শিরা হানিফ আলির উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন।

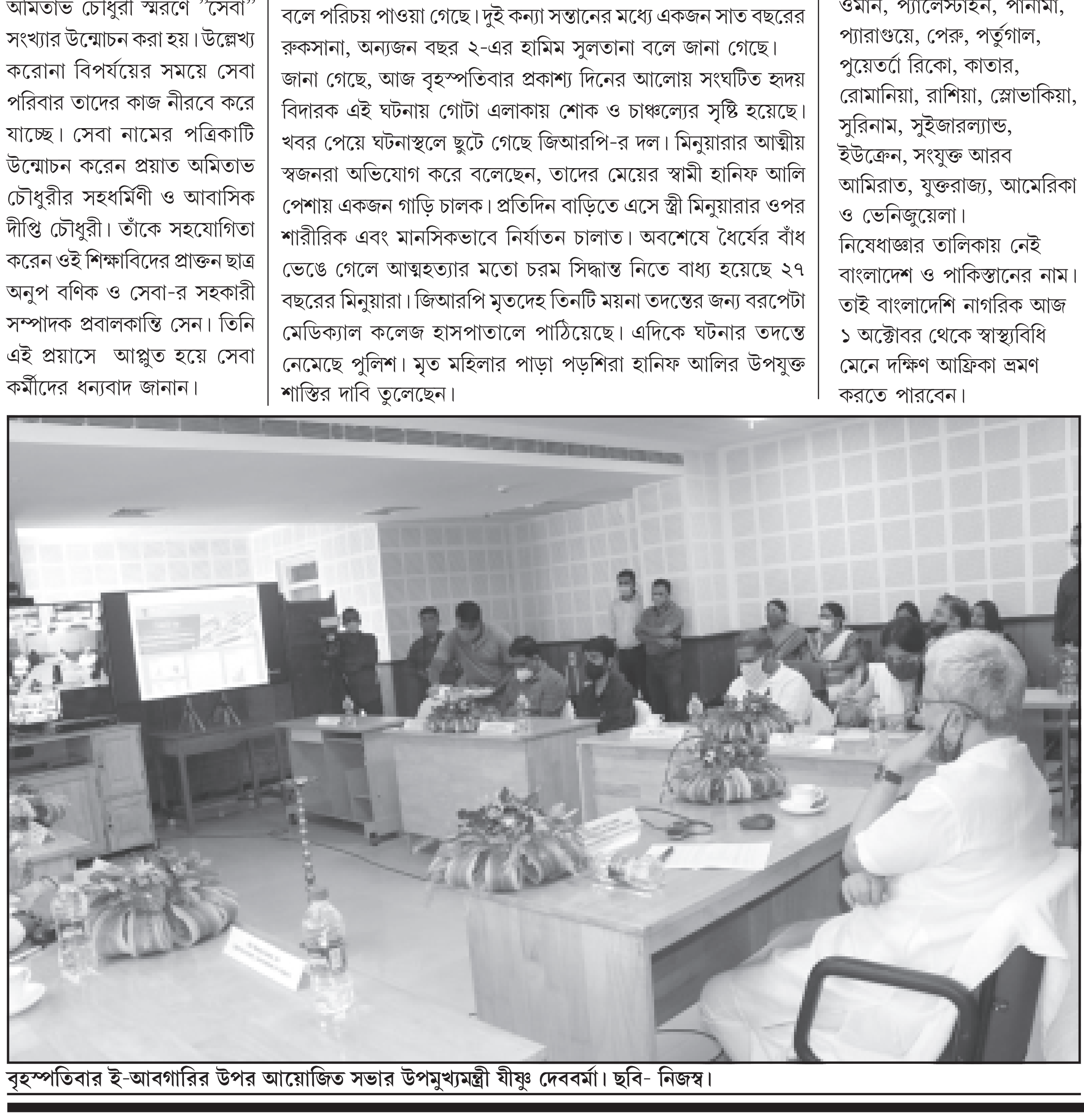

বৃহস্পতিবার ই-আবগারির উপর আয়োজিত সভার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

করোনায় আক্রান্ত সোনিয়ার রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেল

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): এবার আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেল। আপাতত চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। দলের বর্ষীয়ান নেতার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে টুইট করেই নিজেই করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'আমার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। আমার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, নিজেদের সেলফে আইসোলেশনে রাখুন।' তবে করোনার রিপোর্ট পজিটিভ হলেও শারীরিকভাবে যথেষ্টই সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য।

দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরেই একের পর এক রাজনৈতিক দলের নেতা-সাংসদ ও বিধায়করা আক্রান্ত হচ্ছেন। বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই মারণ ভাইরাসের ছোবলে প্রাণও হারিয়েছেন। আহমেদ পটেলের আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ও কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র অভিষেক মণু সিঙ্ঘভিও আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবার দলের বর্ষীয়ান নেতা আহমেদ পটেলের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবরে কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

কাছাড়ের ধোয়ারবন্দে রাস্তা সংস্কার ও শ্রমিকদের বিভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষার দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ বাম সংগঠনের

শিলচর (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধোয়ারবন্দের রাস্তা সংস্কার ও শ্রমিকদের বিভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষার দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বামপন্থী সংগঠন। আজ বৃহস্পতিবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের ধোয়ারবন্দ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ধোয়ারবন্দ বাজারকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পুঁজিপতিদের হাতে তুলে না দেওয়া, প্রত্যেক চা বাগান শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ন্যূনতম ৩৫০ টাকা করা, চা বাগানে বসবাসকারী প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক তিন হাজার টাকা প্রদান করা, ধোয়ারবন্দ এলাকায় মদের দোকান খোলার সরকারি অনুমোদন প্রদান না করা, শিলচর-ধোয়ারবন্দ-হাইলাকান্দি সড়কের পূর্ণ সংস্কার করা এবং ধোয়ারবন্দ এলাকার সমস্ত রাস্তাঘাটকে সংস্কার করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিক্ষোভ চলাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য জয়সিং ছেত্রি, আঞ্চলিক কমিটির রামকুমার বাকতি, পরিতোষ ভট্টাচার্য, গৌরীশ দেব, হিল্লোল ভট্টাচার্য প্রমুখ। বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ধোয়ারবন্দ এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি সেই এলাকায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করা। কিন্তু বিগতদিনে সেখানে হাসপাতাল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করা হয়নি। অথচ এলাকার ছাত্র ও যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সরকার মদের দোকান খোলার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে। তিনি এ-ও বলেন, শিলচর-ধোয়ারবন্দ-হাইলাকান্দি সড়কের সংস্কার না হওয়ায় তা এখন মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সরকার নীরব।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে নতুন করে করোনার বলি ২১ জন, মোট মৃত্যু ৫,২৭২ জনের

ঢাকা, ১ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে নতুন করে করোনার বলি ২১ জন। এর ফলে বৃহস্পতিবার মারণ এই ভাইরাসে বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫ হাজার ২৭২ জনে।এছাড়া নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৫০৮ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৯৮৭ জন। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জানান তথ্য অনুযায়ী এদিন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার ৫৯১ জন রোগী । তাতে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৭৮ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ, তা সাড়ে তিন লাখ পেরিয়ে যায় ২১ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত। বাংলাদেশে প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ২২ সেপ্টেম্বর সেই সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু

অসম পুলিশ দিবসে আইপিএস নিম্বলকার বৈভব চন্দ্রকান্ত সহ ৭৯ জন আধিকারিক-জওয়ানকে জিপি-র পদক

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : ১ অক্টোবর অসম পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে আইপিএস আধিকারিক নিম্বলকার বৈভব চন্দ্রকান্ত সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিক এবং জওয়ানকে ডিজিপি-র শংসাপত্র ও পদক প্রদান করা হয়েছে। শংসাপত্র ও পদকপ্রাপকের মধ্যে রাজ্য পুলিশে কর্তব্যরত ১৩ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিক এবং জওয়ানকে প্রশংসাসূচক সোনার পদক এবং ৬৬ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিক এবং জওয়ানকে প্রশংসাসূচক রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়।

অসম পুলিশে কর্তব্যরত অবস্থায় বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য এই সকল আধিকারিক এবং জওয়ানকে শংসাপত্র ও পদক দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন ডিজিপি। ডিআইজি আইপিএস অফিসার নিম্বলকার বৈভব চন্দ্রকান্তও ডিজিপি-র স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তিনি যখন বোকাখাতে ছিলেন, তখন গণ্ডারের চোরাশিকারির বিরুদ্ধে সফল অভিযান, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, আলফা (স্বাধীন), কেপিএলটি, এনডিএফবি (এস) প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে সফল তদন্ত ও অভিযানের জন্যই চন্দ্রকান্তকে শংসাপত্র ও পদক প্রদান করা হয়েছে।

অসম পুলিশের এসআই পরীক্ষা কেলেংকারির অভিযুক্ত দিবন ডেকা পাঁচদিনের জন্য সিআইডি জিম্মায়

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে নিযুক্তির লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেংকারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত দিবন ডেকাকে পাঁচদিনের জন্য সিআইডি জিম্মায় পাঠিয়েছেন কামরূপ মেট্রো মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

গতকাল বুধবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বরপেটা জেলার পাটাসারকুচি

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কঙ্গনার প্রথম চুমুর অনুভূতি

নিজের প্রথম চুমুর অনুভূতি নিয়ে কঙ্গনা বলেছেন, 'প্রথম চুমুর অনুভূতি একদমই ম্যাজিক্যাল ছিল না। তখন আমি কিছুই জানতাম না, বুঝতাম না। আমি আমার প্রেমিককে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করি। কঙ্গনার কথায়, একদমই 'ম্যাজিক্যাল' ছিল না সেই চুমুর অনুভূতি। জীবনের প্রথম 'ক্রাশ' নিয়ে কঙ্গনা বলেন, 'প্রথম ভালোবাসার অনুভূতি আমি পাই আমার এক শিক্ষককে দেখে। আমরা যখন কৈশোর থেকে তারুণ্যে পা রাখি, তখন অনেক শিক্ষকের জন্যই আমাদের হৃদয়ে অন্য রকম অনুভূতি কাজ করে। আমারও তাই হয়েছিল। আসলে ১৫-১৬ বছরের কিশোরদের চেহারায় দাড়ি-গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয় না। তাই ওই সময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বই কিশোরীদের বেশি আকর্ষণ করে।' নিজের অভিজ্ঞতার বয়ান করতে গিয়ে কঙ্গনা বলেন, 'আমি তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। আমি মনে মনে আমার এক শিক্ষকের প্রেমে পড়ে যাই। ওই সময় ''চান্দ ছুপা বাদল ম্যায়'' গানটি মুক্তি পেয়েছিল। আমি ওড়না নিয়ে গানটি গাইতাম, আর সেই শিক্ষককে মনে মনে কল্পনা করতাম!'

এ তো গেল একতরফা প্রেমের কথা। একেবারে বাল্যকালের দুই তরফা প্রেম নিয়েও কথা বলেন এই ঠোঁটকাটা অভিনেত্রী। তিনি বলেন, '১৭-১৮ বছর বয়সে আমি প্রথম প্রেমের সম্পর্কে জড়াই। তখন আমি চণ্ডীগড়ে থাকতাম। আমার প্রেমিক ছিল ২৮ বছর বয়সী মিষ্টি এক পাঞ্জাবি তরুণ। ও আমাকে দেখে বলেছিল, ''তুমি তো বাচ্চা মেয়ে!'' এই কথা শুনে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল।'

নিজের অভিজ্ঞতার বয়ান করতে গিয়ে কঙ্গনা বলেন, 'আমি তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। আমি মনে মনে আমার এক শিক্ষকের প্রেমে পড়ে যাই। ওই সময় ''চান্দ ছুপা বাদল ম্যায়'' গানটি মুক্তি পেয়েছিল। আমি ওড়না নিয়ে গানটি গাইতাম, আর সেই শিক্ষককে মনে মনে কল্পনা করতাম!'

নিজের প্রথম চুমুর অনুভূতি নিয়ে কঙ্গনা বলেছেন, 'প্রথম চুমুর অনুভূতি একদমই ম্যাজিক্যাল ছিল না। তখন আমি কিছুই জানতাম না, বুঝতাম না। আমি আমার প্রেমিককে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করি। ও আমাকে বলে, ''মুখটা তো একটু সরাও...''। কিন্তু আমি তা করতে পারিনি। আসলে ওই সময় আমি হতভম্ব আর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। পরে আমি ওকে মেসেজ করে অনুরোধ করি, প্লিজ, আমাকে আর একটা সুযোগ দাও। আমি শিখে নেব। আমি নিজেই নিজের হাতের তালুতে চুমু খেয়ে আড়ষ্টতা কাটানোর প্র্যাকটিস করতাম। রীতিমতো চুমু খাওয়ার মহড়া দিয়েছিলাম!'

যে কারণে এক মাস অন্যের বাড়ি ঝাড়ু দিয়েছেন ভূমি

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ভূমি পেড়নেকার তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম ছবি 'দম লাগা কে হাইসা'কে ঘিরে কিছু স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এই ছবির আগে তিনি যশরাজ ফিল্মসের কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। 'দম লাগা কে হাইসা'তে ভূমির বিপরীতে ছিলেন আয়ুষ্মান খুরানা। ভূমিকে এই ছবিতে সাদামাটা এক ঘরোয়া মেয়ে তথা গৃহিণীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। আর তাঁর অভিনীত চরিত্রের জন্য তিনি ছবির সহ-অভিনেত্রী সীমা পাহওয়ার কাছে রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

সীমা পাহওয়া এক দুর্দান্ত অভিনেত্রী। উনি এই ছবিতে আমার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আমি, আয়ুষ্মান, আর সীমাজি একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছি।

এই ছবিতে 'সন্ধ্যা' হয়ে ওঠার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ভূমিকে। নিজের প্রশিক্ষণ নিয়ে এই বলিউড নায়িকা বলেন, 'সন্ধ্যা চরিত্রের জন্য সীমাজি আমাকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। সীমাজির সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই উনি বলেন, ''কাল থেকে সালোয়ার কামিজ পরে আসবে।'' আমি যথারীতি সালোয়ার কামিজ পরে ওনার বাড়িতে হাজির হই। সীমাজির বাড়িতে পা রাখামাত্রই উনি আমাকে ঝাড়ু-মোছা করতে বলেন। চা বানাতে বলেন। এভাবে এক মাস ধরে আমি ওনার বাড়ির ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করি। আর এই এক মাসে আমি জীবনকে অন্যভাবে অনুভব করি। আমি আসল জীবনের স্বাদ নিই। এত দিন আমি এক অন্য দুনিয়ায় বাস করতাম। তাই এই জীবনও অনুভব করা খুব জরুরি ছিল। ওনার জন্যই আমি সেই সুযোগ পেয়েছি।'

ভূমি আরও বলেন, 'সীমা পাহওয়া এক দুর্দান্ত অভিনেত্রী। উনি এই ছবিতে আমার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আমি, আয়ুষ্মান, আর সীমাজি একসঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছি। আমরা ''পবিত্র ত্রিমূর্তি''র মতো। আমরা এই ত্রয়ী যে ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছি, সেই ছবিই দারুণভাবে সফল। আজ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সঙ্গ দিয়েছে।'

ভূমি সেরা চমক দিয়েছিলেন তাঁর অভিষেক ছবি 'দম লাগা কে হাইসা'তে। এই ছবিতে তাকে অত্যন্ত স্থূলকায় এক নারীর চরিত্রে দেখা যায়। তবে কোনো 'প্রস্থেটিক মেকআপ' নয়। শুধু ডায়েট করে নিজের ওজন বাড়িয়েছিলেন এই বলিউড নায়িকা।

বিটাউন সাম্রাজ্যে নিজের জমি শক্তপোক্ত করে নিয়েছেন ভূমি পেড়নেকর। সব ছবিতেই তাঁকে দেখা যায় ব্যতিক্রমী সব চরিত্রে। নেটফ্লিক্সে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ডলি কিট্টি অউর ঔর চমকতে সিতারে' ছবিতে কাজ করে আবার সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন কঙ্কণা সেন শর্মার মতো দাপুটে বাঙালি অভিনেত্রী। এই দুই অভিনেত্রীর যুগলবন্দী সবার দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তবে ভূমি সেরা চমক দিয়েছিলেন তাঁর অভিষেক ছবি 'দম লাগা কে হাইসা'তে। এই ছবিতে তাকে অত্যন্ত স্থূলকায় এক নারীর চরিত্রে দেখা যায়। তবে কোনো 'প্রস্থেটিক মেকআপ' নয়। শুধু ডায়েট করে নিজের ওজন বাড়িয়েছিলেন এই বলিউড নায়িকা। আবার ভূমির স্মৃতিতে ফিরে এল তার এই অভিষেক ছবিকে ঘিরে কিছু কথা।

যৌন হয়রানির মামলায় অনুরাগকে পুলিশের জেরা

১৯ সেপ্টেম্বর টুইটারে অনুরাগ কশ্যপের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন বাঙালি অভিনয়শিল্পী পায়েল ঘোষ। এর দুই দিন পর মুম্বাইয়ের আন্ধেরির ভারসোভা থানায় ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির সাধারণ অভিযোগ (এফআইআর) দায়ের করেন তিনি। পায়েলের দাবি, ২০১৩ সালে তিনি হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। এরপর ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৬, ৩৫৪, ৩৪১ ও ৩৪২ ধারা অনুযায়ী অনুরাগের বিরুদ্ধে মামলা লিপিবদ্ধ হয়। শুধু তা—ই নয়, পায়েল অনুরাগের বিরুদ্ধে মাদক সেবনের কথা জানিয়ে আরেকটি অভিযোগ দাখিল করেন। শুক্রবার পায়েলকে মুম্বাইয়ের ভারসোভা থানায় তলব করা হয়। সেখানে পায়েলের অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত শোনেন পুলিশ। এ নিয়ে টুইট করে প্রশ্ন তুলেছেন পায়েলের আইনজীবী নীতিন সতপুতে। তিনি বলেছেন, 'যিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁকেই ডেকে পাঠিয়েছে পুলিশ। আর যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তাঁর কোনো নাম নেই।' আজ বৃহস্পতিবার থানায় হাজির হয়েছেন অনুরাগ কশ্যপ ও তাঁর আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা খিমানি। প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে যে জঘন্য অভিযোগ উঠেছে, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। কোনো সন্দেহ নেই, অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

সোমবার একটি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন পায়েল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালে। সেখানে তাঁরা অনুরাগ কশ্যপের গ্রেফতারের দাবি তোলেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে দুজনেই মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিংহ কোশারির সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে পায়েল নিজের জন্য 'ওয়াই' ক্লাস (১১ জন নিরাপত্তাবিষয়ক কর্মকর্তা, এক বা দুইজন কমান্ডো অফিসার ও পুলিশের সার্বক্ষণিক প্রহরা) নিরাপত্তার অনুরোধ করেন। অনুরাগ কশ্যপের বিরুদ্ধেকড়া পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তিনি অনশনে বসবেন বলেও হুমকি দেন।

বাঙালি অভিনয়শিল্পী পায়েল টুইটে লিখেছেন, 'অনুরাগ কশ্যপ আমাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আপনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। একজন সৃষ্টিশীল মেধাবী নির্মাতার আড়ালে একটা দানব লুকিয়ে আছে। এই দেশের সামনে সেই দানবের আসল চেহারা উন্মোচিত করুন। আমি জানি, আমার ক্ষতি হতে পারে। আমার নিরাপত্তা নিয়েও আমি শঙ্কিত। আমাকে সাহায্য করুন, প্লিজ।'

সেখানে তিনি ট্যাগ করে দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। পায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে পাল্টা টুইট করেছেন কঙ্গনা রনৌত। শুধু তা-ই নয়, সেখানে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যৌন হেনস্তার বর্ণনাও দিয়েছেন কঙ্গনা। এ দুজনকে সমর্থন করে টুইট করেছেন বাঙালি অভিনেত্রী রুপা গাঙ্গুলিও। লিখেছেন, 'আমার ধারণা, তাঁরা যা বলছেন, তা সত্য।'

এদিকে অনুরাগের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সাবেক স্ত্রী কালকি কেঁকল্যা থেকে শুরু করে অসংখ্য বলিউড ও টালিউড তারকা। গুণী এই পরিচালকের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাপসী পান্নু, স্বরা ভাস্কর, ঋতুপর্ণা , ঋতাভরী চক্রবর্তী, ঈশিকা দেসহ আরও অনেকে।

করোনায় আক্রান্ত সোহম হাসপাতালে

করোনায় আক্রান্ত হলেন টলিউড তারকা সোহম চক্রবর্তী। কিছুদিন ধরে মৃদু উপসর্গ ছিল। পরে মঙ্গলবার রাতে শ্বাসকষ্ট নিয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এর আগে কোভিড—১৯ পরীক্ষা করা হলে, তিনি করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়। তবে সোহমের স্ত্রী তানিয়া চক্রবর্তী ও তাঁদের দুই সন্তানের কেউই করোনায় আক্রান্ত হননি।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। সুস্থ আছেন সোহম। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নন সোহমের পরিবার। তাই পরীক্ষার ফল নেগেটিভ না আসা পর্যন্ত আপাতত হাসপাতালেই থাকবেন তিনি।

'অমানুষ', 'অমানুষ—২', 'প্রেম আমার', 'বোঝে না সে বোঝে না', 'গল্প হলেও সত্যি', 'জানেমান', 'ব্ল্যাক', 'গ্যাংস্টার', 'জিও পাগলা', 'ধর্মযুদ্ধ', 'প্রতিঘাত' প্রভৃতি সিনেমায় দেখা দিয়েছেন সোহম চক্রবর্তী। বড় পর্দার এই নায়ক সক্রিয় রাজনীতিতেও।

নায়িকা হতে চাননি প্রিয়াঙ্কা

মিস ওয়ালর্রে মুকুট মাথায় নিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলিউডের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ২০২০ সালে দুই দশক পূর্তি হলো তাঁর। এ বছর মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আনফিনিশড। এই বই মুক্তিকে সামনে রেখে প্রিয়াঙ্কা স্মৃতি হাতড়ে কথা বলেছেন তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত নিয়ে।

গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমি কখনো নায়িকা হতে চাইনি। আমি কখনো তারকা হতে চাইনি। আমি সব সময় চেয়েছি এমন একজন হতে, যাঁর জন্য সীমানা বলে কিছু নেই। আমি প্রতিনিয়ত এমন কিছু স্পর্শ করি, যা আগে কেউ করেনি। আমি এমন সব রাস্তায় হেঁটেছি, যে রাস্তা দিয়ে আগে কেউ পথ চলেনি। তাই রাস্তাটা একান্তই আমার হয়েছে।'

প্রিয়াঙ্কা জানান, তিনি সব সময় মাথায় প্ল্যান 'বি' রাখতেন। যখন মিস ওয়ালর্ে নাম লেখান, তখন ভেবেছিলেন, যদি এখান থেকে কিছু না হয়, তাহলে কলেজে ফিরে যাবেন। প্রচুর লেখাপড়া করে ক্যারিয়ার গড়বেন। কিন্তু তাঁর জীবন বদলে দিল সিনেমাই। ফ্যাশন ছবিটি তাঁর ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আমি ফ্যাশন সিনেমায় অভিনয় করি। এই সিনেমার আগে মনে করা হতো, বক্স অফিস হিটের জন্য পুরুষ তারকা আবশ্যক। কিন্তু কোনো নায়ক ছাড়াই এই সিনেমা প্রচুর আয় করে। তখন আমি নিজেকে বলে উঠি, এক মিনিট, আমি নিজেই দর্শক তৈরির ক্ষমতা রাখি! এরপর আমার সিনেমা বাছাইয়ে পরিবর্তন আসে। কোয়ান্টিকোর অ্যালেক্স প্যারিসও আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া চরিত্র।'

কামিনে, বরফি, সাত খুন মাফ ও মেরি কমখ্যাত প্রিয়াঙ্কা জানান, তিনিও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন। অসংখ্যবার কোনো একটি কাজ নিয়ে আলাপ হয়েছে। কিন্তু শেষমেশ সেটি করেছে অন্য কেউ। তাই প্রিয়াঙ্কার মনে একটি ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে তাঁর বিকল্প আছে। প্রিয়াঙ্কার ভাষায়, 'আমার ২০ বছরের ক্যারিয়ারের সারমর্ম বলব এভাবে, এই মুহূর্তে আমার কোনো বিকল্প নেই। আমি নিজেকে সেখানেই নিয়ে গেছি।'

বৃহস্পতিবার আগরতলায় এসএফআই সমর্থকরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কালাইনে কোভিড-বিধি ভঙ্গ, এসএসবি জওয়ানের লাঠিপেটায় জখম যুবক, প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

কালাইন (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : অতিমারি করোনা ভাইরাসের হামলায় সমগ্র দেশের পাশাপাশি অসমেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবুও একাংশ জনতার বেপরোয়া গতিবিধিতে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কোভিড প্রটোকল মানছেন না অধিকাংশ মানুষ। ফলে চতুর্দিকে দ্রুতগতিতে করোনা পজিটিভের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বৃহস্পতিবার কাছাড় জেলার কালাইন-ডিগাবর রোডের বাজারে ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে বহু মানুষের মুখে মাস্ক ছিল না। এছাড়া একটি মটর বাইকে তিনজন করে আরোহী অনায়াসে চলাচল করছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে ডিগাবর রোডে ফেসমাস্ক ছাড়া দলবদ্ধভাবে কতিপয় যুবকের চলাফেরায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন এসএসবি জওয়ানরা। কোভিড আইন না মানার জন্য এসএসবি জওয়ানরা লাঠিপেটা করেন সংশ্লিষ্ট যুবকদের। এতে সুহেল আহমদ খান নামের এক যুবক জখম হয়েছেন। কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে এসএসবি জওয়ানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিকল্পনা করলেও পুলিশের কড়া পদক্ষেপের জন্য সেই অপচেষ্টা ভেস্তে যায়। তবে ১৫ মিনিটের মতো জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা। পরে কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্টের ইনচার্জ অমল পাল ক্ষুব্ধ জনতাকে বুঝিয়ে সড়ককে অবরোধ-মুক্ত করেন।

কালাইন পুলিশ পেট্রোল পোস্টের কর্তব্যরত জনৈক পুলিশ অফিসার জানান, কালাইন বাজার তেমাথা এবং স্টেট ব্যাঙ্ক লাগোয়া ডিগাবর বাজার তেমাথার ভিড় কমানো তথা কোভিড প্রটোকল যথার্থভাবে কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় পুলিশ, এসএসবি ও সিআরপিএফ বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়ন করা হয়েছে। পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা মেঘ বৃষ্টি রৌদ্রের প্রকোপ উপেক্ষা করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কোভিড প্রটোকল কার্যকর করতে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু মানুষের বেপরোয়া গতিবিধির জন্য কঠোরভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। প্রয়োজনে উদ্যত যুবকদের লাঠিপেটা করতে পিছ-পা হচ্ছেন না জওয়ানরা। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায়ই পুলিশ ও স্থানীয় জনতার মধ্যে বচসা বেঁধে থাকে।

সুতিতে ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার এক কিশোর

সুতি, ১ অক্টোবর (হি. স.) : দেড় লাখ টাকার ফেনসিডিল সহ এক কিশোরকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে সুতি থানা এলাকার সাজুর মোড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ওই কিশোরের নাম বাহাদুর শেখ। সুতি থানার নুরপুরে বাড়ি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সাজুর মোড়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৫০০ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে নিষিদ্ধ ফেনসিডিল বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই সীমান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা তাকে ক্যারিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এও জানতে পেরেছে যে, ভারত -বাংলাদেশ আর্নজাতিক সীমান্ত পর্যন্ত বস্তাটি পৌঁছে দিতে পারলে ২ হাজার টাকা পেত সে। চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ চলছে।

১২০১ টাকায় আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করতে হবে, বিজ্ঞপ্তি স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ১ অক্টোবর(হি. স.): দু’’দফায় আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার টাকা কমাল রাজ্য সরকার। বর্তমানে ২২৫০ টাকায় এই টেস্ট করা হত সব বেসরকারি হাসপাতালে। তবে এবার সেই খরচ অর্ধেক করে দেওয়ার কথা জানাল স্বাস্থ্য দফতর। এখন থেকে ১২০১ টাকায় করোনা টেস্ট করতে হবে প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালকে। এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এখন থেকে কোন বেসরকারি ল্যাবরোটারি বা হাসপাতাল আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষার জন্য ১২০১ টাকার বেশি এক টাকাও নিতে পারবে না। যদি কোনও বেসরকারি ল্যাবরটরি সেই নিয়ম ভাঙে তাহলে তা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম খেপে ৪৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার জন্য। এরপর মুখ্যমন্ত্রী জুন মাসে সেই টাকা কমিয়ে ২২৫০ করে দিয়েছিলেন। এমনকি বাকি কোন খরচ কোন খাতে কীভাবে করা হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে রোগীর পরিবারের কাছে এমনটাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ফের একবার আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার টাকা কমালো রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

সব মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন : অনুব্রত মণ্ডল

মুরারই, ২ অক্টোবর (হি. স.) : বুথ সভাপতির বাজার গরম করা বক্তব্যকে পাত্তা দিতে মানা করে, সব মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে জানালেন অনুব্রত।

বীরভূমের মুরারই-২ ব্লকের অঞ্চল ভিত্তিক কর্মী সম্মেলনের সভা মঞ্চ থেকেই পাইকর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫০ নং বুথ সভাপতি নীলরতন মাহারা খোলাখুলিভাবে বলেন, বিজেপি দাঙ্গা ছাড়া কিছু করে না। তাদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। বিজেপি বুথ জ্যাম করলে, বুথ জ্যাম করা হবে। এই প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওই বুথ সভাপতি বলেন, বিজেপির এজেন্ট ঢুকতে বাধা দেওয়া হবে। ঢুকলে কথা বলতে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলে, তারা তাদের কাজ করবে, আমরা আমাদের কাজ করবো। এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের বলেন, মঞ্চের এখানে তো ভোট করার কথা বললো। বাইরে কি শেখানো কথা বললো, তা জানি না। সেটা দলের কথা নয়। এটা নিয়ম নয়। সবাই ভোট দেবেন। লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন।

এদিন অনুব্রত মণ্ডল বলেন, সমস্ত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা মানুষকে বোঝাবেন যে রেশন কার্ড ও ভোটার কার্ড যত্ন করে রাখবেন। কারণ আমাদের কারোর পক্ষে ৭১ সালের দলিল দেখানো সম্ভব নয়। আর নিশ্চিত থাকবেন,

ছয়ের পাতায়

হস্তীদিবসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে শুরু ৬৬ তম বন্যপ্রাণী সপ্তাহ

কাজিরঙা (অসম), ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন ফরেস্ট রিজার্ভের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার জাতীয় উদ্যান কাজিরঙায়ও ৬৬ তম বন্যপ্রাণী সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। কাজিরঙার কোহরা বনাঞ্চলের মিহিমুখে অতিমারি কোভিড-১৯-এর সমস্ত প্রটোকল মেনে হস্তী দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ শুরু হয়েছে। গণেশ পুজো করে এই কার্যসূচির সূচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বন বিভাগের হাতি এবং মাহুতরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত নয়জন মাহুতকে উদ্যান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে কাজিরঙার অধিকর্তা পি শিবকুমার, ডিএফও রমেশ কুমার গগৈ, ডেপুটি ফরেস্ট কনজারভেটর প্রদীপ কুমার বার্মা, পর্যটন বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর বাথৌ খুংরু বোড়ো, রিসার্চ অফিসার রবীন্দ্র শর্মা, কেউটা বনাঞ্চলের আধিকারিক এবং জিপ সাফারি সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, এই কার্যসূচির দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার প্রকৃতি সংগঠন করবেট ফাউন্ডেশনের সহযোগে কাজিরঙায় ভ্রাম্যমান এক বিশেষ সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। তার পর ওই অভিযান যথাক্রমে অগরাতলি, বাগরি, বুঢ়াপাহাড় বনাঞ্চল, বিশ্বনাথ বন সংমণ্ডল ছাড়াও নগাঁও বন সংমণ্ডলে করা হবে, সেই সঙ্গে বিশেষ অনুষ্ঠানেরও হবে আয়োজন। বন্যপ্রাণী সপ্তাহের শেষের দিন জাতীয় উদ্যানের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সপ্তাহের সমাপন হবে বলে উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দুঃস্থ ও প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের স্বার্থে বীরভূমের দুই কলেজে পরীক্ষা

বোলপুর, ২ অক্টোবর (হি. স.) : দুঃস্থ ও প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের আবেদনের ভিত্তিতে বীরভূমের লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজ ও পূর্ণীদেবী কলেজে স্নাতক স্তরের শেষ সেমেস্টারের পরীক্ষা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সরকার আগেই আজ থেকে অনলাইনে পরীক্ষার ঘোষণা করে। কিন্তু বোলপুর ও লাভপুরের দুই কলেজের দুঃস্থ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের পড়ুয়ারা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে জানায় যে তাদের এণ্ড্রয়েড ফোন নেই এবং প্রত্যন্ত এলাকায় নেই ক্যাফে। তাই তাদের এই সীমিত সংখ্যক পড়ুয়াদের কলেজে পরীক্ষা নেওয়া হোক। তার ভিত্তিতে এদিন পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এদিকে কোভিড পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের কলেজে আসা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগ, এই সময়ে কলেজ বন্ধ। তাহলে এত সংখ্যক পড়ুয়াদের উপস্থিতি কেন কলেজে? গোটা বিষয়টিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের গোপনীয়তা কেন? যদি সংক্রমণ হয় তার দায় কে নেবে?

পড়ুয়ারা অবশ্য জানান, তাঁরা নিজেরাই ছাত্র সংসদ ও কলেজের অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিল এই মর্মে যে তারা কলেজে পরীক্ষা দিয়ে খাতা জমা দিতে চায়। কারণ তাদের এণ্ড্রয়েড ফোন নেই এবং এলাকায় ক্যাফে নেই। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হলে কে দায়িত্ব নেবে? শম্ভুনাথ কলেজের ছাত্র সংসদের তরফে বলা হয়, অনলাইন পরীক্ষা চলছে। কলেজে পরীক্ষা হয় নি। অনলাইনে পরীক্ষার বিষয় জানতে ছাত্র সংসদ ও কলেজে আসে। ওই কলেজের অধ্যক্ষ একবার বলেন, পরীক্ষা চলছে। আরেকবার বলেন অনলাইন পরীক্ষা চলছে। এদিকে পরীক্ষার্থীরা বলছেন, তাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে পূর্ণীদেবী কলেজের অধ্যক্ষ সুনীল বরণ মণ্ডল বলেন, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০-২৫ জন। তাদের এক একজনকে একটি বেঞ্চে বসানো হয় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনেই। তার আগে কলেজ স্যানিটাইজড করা হয়। সকলের মুখে মাস্ক ছিল। আর যাদের এণ্ড্রয়েড ফোন আছে বা এলাকায় ক্যাফে আছে তাদের অনলাইনে পরীক্ষা দিতে কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু, এদিন যে স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের এই আধুনিক সুবিধা নেই। তাই তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে চালু হল কুড়ি টাকা সহায়ক মূল্যে শ্রমজীবিদের জন্য ক্যান্টিন

ঝাড়্গাম, ১ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিআইয়ের উদ্যোগে চালু হল কুড়ি টাকা সহায়ক মুল্যে শ্রমজীবিদের জন্য ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিন থেকে প্রতিদিনের দুপুরের খাবার পাবেন দুঃস্থ মানুষজনেরা। আর যারা এই সহায়ক মূল্য দিতে পারবেন না তাদেরও বিনামুল্যে দুপুরের খাবার দেওয়া হবে।

এদিন ঝাড়গ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সিপিআইয়ের শ্রমিক সংগঠনের অফিসে ক্যানন্টিনটিক উদ্বোধন হয়ে গেল। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে করোনা পরিস্থিতি যতদিন রয়েছে ততদিনই এই সহায়ক মূল্যের ক্যানটিনটি চলবে।এদিন উদ্বোধনের দিন খাবারের মেনুতে ছিল ভাত, আলুপোস্ত,মুরগির মাংস। এদিন এই ক্যানটিন উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন সিপিআইয়েক রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি,জাতীয় পরিষদের সদস্য সন্তোষ রানা সহএক গুচ্ছ রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব।এছাড়া সিপিএম এবং বিভিন্ন গন সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিএমের সম্পাদক পুলিন বাহারী বাস্কে উপস্থিত ছিলেন।ছিলেন সিপিআইয়ের জেলা সহ সম্পাদক বিকাশ ষড়ঙ্গী, এআইএসএফের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক প্রতীক মৈত্র সহ প্রমুখ।জেলা সিপিআই সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিন প্রায় দুইশত জন মানুষের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা থাকবে।মাছ,মাংস,ডিম,সবজি সহ নানা পুষ্ঠিকর পদের ব্যবস্থা থাকবে।এদিন ক্যান্টিন উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিনেতা বাদশা মৈত্র,বিমল চক্রবর্তী,মনিষা আদক।এদিন ক্যানটিন উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্যে সিপিআইয়ের সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি , অভিনেতা বাদশা মৈত্ররা সরাসরি রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারকে আক্রমন করেন। করোনা মহামারিতে দেশ এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ করেন নেতৃত্ব। এদিন সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি বলেন “করোনা তে এক নম্বর স্থান গ্রহন করতে চলছে ভারতবর্ষ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কাল সার চেহারা এই পরিস্থিতিতে পরিস্কার হয়েছে।সরকারি স্বাস্থ্য উদ্যোগ অনেকদিন ধরে ত্যাগ করেছে ভারত সরকার।অসংগঠিত ক্ষেত্রে আঠরো কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন।রাজ্যে আট থেকে দশ লক্ষ মানুষ জীবিকার জন্য বাইরে যান।তারা ফিরে এসেছেন।

রাজ্য সরকার তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেনি।তাই তারা বাইরে ফিরে যাচ্ছে।প্রধান মন্ত্রী রামের মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন।মানুষের সেবা করা নয়।দিদি গাল ভরা কথা বলছেন।”

এদিন বাদশা মৈত্রি বলেন “কাদের জন্য এই শ্রমজীবি ক্যান্টিন করতে হয়।কাদের জন্য হাত পাততে হয়।কারা এর জন্য দায়ি।কাদের জন্য নেতা মন্ত্রীদের চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয়।জেলা নেতৃত্ব কিভাবে মঞ্চে বসে মানুষের সঙ্গে কথা বলে।তুই তোকারি করে কথা হয়।কেউ কোন কথা বললে চড় থাপ্পর দেওয়ার অবস্থা হয়।এটা নাকি গনতন্ত্র।’’দলিতদের উপর অত্যাচার প্রসঙ্গে বাদশা ববু বলেন “এই সময়কালে দলিত এবং আদিবাসীদের উপর যে পরিমানে অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে সেটা মর্মান্তিক বললে শুধু দায় সেরে ফেলা হয়।এটারা প্রতিবাদ এমন হওয়া উচিত যেটা আগামী দিনে কোট আনকোট যারা উচ্চবর্নের মানুষ যারা এটা বার বার ঘটাচ্ছে এই ঘটনা যাতে কোন ভাবে না ঘটে তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

বৃহস্পতিবার এসডিএম’র নেতৃত্বে শহরের সকল ক্লাবগুলিতে নিয়ে পূজার মিটিং করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষার টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করল স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.): রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছিল ১২০১ টাকায় আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করা হবে এখন থেকে। তবে এর কিছুক্ষণ পরেই সেই নির্দেশিকা বাতিল বলে ঘোষণা করা হল সেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেই। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১২০১ টাকায় আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল তা আপাতত বাতিল করা হচ্ছে। তাতে লেখা হয়, ২৮ তারিখের ছপ্ত/০/প্তক্কট/৯২৩/ছছ(প্তক্ক)/৩৮/২০২০ নম্বরের যে বিজ্ঞপ্তি, তা বিশেষ কারণে আপাতত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য দপ্তর নিশ্চিত না হয়ে কিভাবে খরচ কমানোর ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করল। আর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও হঠাৎ করে কি কারনেই বা তা বাতিল করা হলো তা নিয়েও তৈরি হচ্ছে সংশয়। আদৌ আরটি-পিসিআর যন্ত্রে পরীক্ষা করার টাকার বিষয়টি কমানো হবে কিনা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয়।

আগের ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়ছিল, এখন থেকে কোন বেসরকারি ল্যাবরোটারি বা হাসপাতাল আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষার জন্য ১২০১ টাকার বেশি এক টাকাও নিতে পারবে না। যদি কোনও বেসরকারি ল্যাবরটরি সেই নিয়ম ভাঙ্গে তাহলে তা আইনত অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম খেপে ৪৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার জন্য। এরপর মুখ্যমন্ত্রী জুন মাসে সেই টাকা কমিয়ে ২২৫০ করে দিয়েছিলেন। এমনকি বাকি কোন খরচ কোন খাতে কীভাবে করা হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে রোগীর পরিবারের কাছে এমনটাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ফের একবার আরটি-পিসিআর যন্ত্রে করোনার পরীক্ষা করার টাকা কমানোর কথা জানিয়েও সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার একদিন পর মৃত্যু হল ঝাড়গ্রামের করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধার

ঝাড়্গাম, ১ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসার একদিন পরেই মৃত্যু হল বৃদ্ধার। মৃত্যুর পর বৃদ্ধার মৃতদেহ শ্মাশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করার জন্য কোনও প্রতিবেশী কেউ এগিয়ে আসেনি। পরে এক তৃণমূলের নেতার সহযোগীতায় ঝাড়্গাম পুরসভার শববাহী গাড়িতে করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম শহরের দশ নম্বর ওয়র্ডের ঘোড়ধরা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস সংলগ্ন এলাকায়।

জানা গিয়েছে এই পাড়ার বাসিন্দা সত্তর বছর বয়সী পরিবালা মাহাতো ২২ সেপ্টম্বর কোভিট পজিটিভ হয়ে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।তার একদিন আগে ২১ সেপ্টেম্বর তার ছেলে করোনা পজেটিভ হয়ে হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ওই বৃদ্ধার ছেলে বাড়ি ফিরে আসেন এবং তাকে হোম আইশোলেশনে থাকতে বলা হয়।আর ২৯ সেপ্টেম্বর পরিবালাকে কোভিট হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়।তাঁকেও বাড়িতে হোম আইশোলেশনে থাকতে বলা।এদিন বৃহস্পতিবার সকালে ওই বৃদ্ধা বাড়িতে মারা যান। এদিন ওই বৃদ্ধা বাড়িতে মারা যাওয়ার পর পাড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়লে কেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি।দেহ কিভাবে শ্মাশানে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে অকুল পাথাড়ে পড়েন পরিবার।দেহ তোলার লোকও পাওয়া যায়নি বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।এরপর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব তথা প্রক্তন কাউন্সিলার ঘনশ্যাম সিংহ দেহ যাতে সৎকার হয় তার ব্যবস্থা করেন। ঝাড়গ্রাম পুরসভার সাথে যোগাযোগ করে শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা করেন। ওই বৃদ্ধার ছেলে এদিন সংবাদ মাধ্যমকে জানান “ মাকে কভিট হাসপাতাল থেকে হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়া হয়।মা তখনও অসুস্থ বোধ করছিলেন। আমি একদিন আগে কোভিট হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। মা বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করছিলেন।এদিন সকালে মারা যান।আমি এখন আইশোলেশনে আছি।ফলে আমাদের বাড়িতে কেউ আসছে না।মা মারা যাওয়ার পরও কেউ এগিয়ে আসেনি।তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ঝাড়গ্রাম পুরসভা থেকে শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা করেন।মায়ের দেহ আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনে মিলে গাড়িতে তুলি।’

বৃহস্পতিবার রেড ক্রশ সোসাইটির উদ্যোগে ব্যাগ বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শচীন দেববর্মণ বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে অসংখ্য ছায়াছবিতে সঙ্গীতের সুর দিয়েছেন। তিনি শুধু সুরকারই ছিলেন না, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। তাঁর গানে আজও নতুন প্রজন্ম আকৃষ্ট হয়। তিনি পদ্মশ্রী, ফিল্মফেয়ার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সাথে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, ত্রিপুরার রাজপরিবারের কৃতী সন্তান শচীন দেববর্মণ এবং তাঁর পুত্র রাহুল দেববর্মণ ত্রিপুরাবাসীর কাছে চিরকালের এক গর্বের নাম।

এতিনি দাবি করেন, নতুন সরকার ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিকাশে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কালচারাল হাব তৈরির উদ্যোগ অন্যতম। সেখানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক কর্মগুলি প্রদর্শিত হবে। তাতে বিকশিত হবে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতি পরিবেশ। উজ্জীবিত হবে নতুন প্রজন্ম। তাছাড়া সরকার যাত্রা-শিল্পেরও পুনরুজ্জীবনে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আমাদের মানসিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। মনের রসদ জোগায়।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কাজে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পাশাপাশি ত্রিপুরার শিল্পী সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছেন। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতিকে কীভাবে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরা যায় এর জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছেন। প্রধানমন্ত্রী যে দিশাতে কাজ করে চলছেন সবাই মিলে একই দিশাতে কাজ করলে দেশ ও রাজ্য অচিরেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত। এক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি সেক্টরের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থ দফতরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা বলেন, ই-গভর্নান্স পরিষেবা রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে এনআইসি-র ডিরেক্টর জেনারেল ড় নীতা ভার্মা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় তথ্য ও প্রযুক্তি পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এনআইসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের কার্যধারা চালু থাকবে।

পিতা

● প্রথম পাতার পর

কারণেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছে।কর্তব্যরত চিকিৎক প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তার বাবার মৃত্যু হত না বলে দাবি করা হয়েছে।প্রকৃতপক্ষে করোনাআক্রান্ত হওয়ার কারণেই চিকিৎসক কোন ধরনের চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে তার মৃত্যু হতনা বলে দাবি পরিবারের লোকজনদের।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর

হবে। সেই মোতাবেক কর্মচারীদেরও উপস্থিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্ত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন।

বিমান

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি স্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থা সামলানোর জন্য আছে একটি আলাদা অংশ। শুধু তাই নয়, তেল ভরার জন্য কোথাও না দাঁড়িয়েই ভারত থেকে আমেরিকা সরাসরি উড়ে যেতে পারবে বিমানটি। বিশেষভাবে তৈরি দুটি বিমানের গায়ে 'ভারত' এবং 'ইন্ডিয়া' লেখা থাকবে। একইসঙ্গে থাকবে অশোক স্তম্ভও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

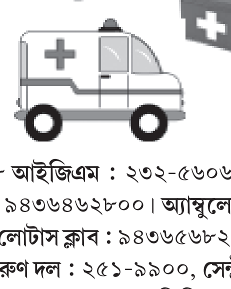

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাষ্ট্রপতির সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দেশের সম্পদ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): দেখতে দেখতে ৭৫ বছর বয়স হয়ে গেল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। ৭৫ তম জন্মদিনে রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছার-বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন অনুরাগী, শুভাকাঙ্খীরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুও। রাষ্ট্রপতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর টুইট, কোবিন্দজির সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দেশের সম্পদ। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "রাষ্ট্রপতিজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সমৃদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি এবং নীতি বিষয়ক সম্পর্কে বুদ্ধিমত্তা দেশের সম্পদ। দুর্বলদের সেবার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।"

রাষ্ট্রপতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু টুইটারে লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দজিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সরলতা, আন্তরিকতা, অনুকরণীয় নেতৃত্ব এবং দরিদ্রদের প্রতি উদ্বেগের জন্য তিনি পরিচিত। আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।" ১৯৪৫ সালের ১ অক্টোবর উত্তর প্রদেশের কানপুরের পারাউখ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি।

এবার বুলন্দশহর ! নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেফতার অভিযুক্ত

বুলন্দশহর, ১ অক্টোবর (হি.স.): হাথরাস গণ-ধর্ষণের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি, এরই মধ্যে উত্তর প্রদেশে ফের ধর্ষণের শিকার হলেন একজন নাবালিকা। এবার ঘটনা উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের। বুধবার রাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ বছর বয়সী মেয়েটি। অভিযোগের তির প্রতিবেশী একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

বুলন্দশহরের সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) সন্তোষ কুমার সিং জানিয়েছেন, বুধবার রাতে বুলন্দশহরের কাকোরে এলাকার একটি গ্রামে ধর্ষণের শিকার হয়েছে একটি মেয়ে।প্রতিবেশী ব্যক্তির অভিযোগ। এসএসপি জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়। ১৪ বছর বয়সী নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারতে ৭.৫৬ কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৩.৫৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের রেকর্ড ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৪.২৩ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.৫৬ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪,২৩,০৫২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,৫৬,১৯,৭৮১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট আক্রান্তের ৮৩.৫৩ শতাংশ করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯,৪০,৭০৫। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৯৮,৬৭৮ জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোটি ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী।

জয়লাভ সম্ভব

দুইয়ের পাতার পর

চরকা সেই সাবলম্বীর প্রতীক ছিল। তাতেই জোর দিতেন তিনি। চরকার গুরুত্ব তিনিই বুঝিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে, ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়াও আত্ম-সম্মানও জরুরি। এমনকি মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি প্রতিদিন চরকা থেকে সুতা কাটাতেন।

তিনি হাসতেন এবং বলতেন, যতক্ষন না পর্যন্ত তুমি নিজে চরকা চালাবে ততক্ষন পর্যন্ত এর শক্তি অনুধাবন করতে পারবে না। কয়েক বছর পরে, আমি বুঝতে পারি মোরারজি ভাই কতটা সঠিক ছিলেন। আমি যখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে চরকা নিয়ে এসেছিলেন, তখন এর শক্তি বুঝতে পেরেছিলাম। শীঘ্রই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পারছিলাম, যা অবিশ্বাস্য ছিল। অনেকেই বলতে থাকেন, চরকা তাঁদের হতাশা কমিয়ে দিয়েছে এবং মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করেছে। মহামারীর এই অন্ধকারে, যখন ভয় ও হতাশা মানুষকে পর্যবসিত করেছে এবং কর্মসংস্থান হারিয়েছে, তখন মহাত্মা গান্ধীর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি ভ্যাকসিনের বিরোধী ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন গ্রামের মানুষজন নিজেরাও কিছু চিন্তাভাবনা করুক এবং একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ করুক। যার মধ্যে চরকা এবং অন্যান্য জিনিস অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। তিনি একটি গ্রামে চরকার মাধ্যমে সুতো কাটার সুবিধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, আপনি যদি চরকায় সুতো কাটা শুরু করেন, তাহলে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যায সময়ে শিল্পায়ন হবে। করোনা-পরিস্থিতিতে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা প্রত্যাশার প্রতীক।

(লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

অনুব্রত মণ্ডল

পাচের পাতার পর

যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, এই রাজ্যে এন আর সি লাগু হবে না। বিশ্ব ভারতীতে মেলার মাঠ বাঁচানোর আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মানুষ আন্দোলন করছে করুক। আইন আইনের পথে চলবে। তবে পাঁচিল বিতর্কে বিশ্ব ভারতী প্রসঙ্গে কোন মত প্রকাশ করতে তিনি চান নি। উল্লেখ্য, এদিন মিত্রপুর অঞ্চল ও পাইকর ২ পঞ্চায়েত মঞ্চে অনুব্রত ছাড়াও জেলা সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব ভট্টাচার্য ও সহ সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি উপস্থিত ছিলেন।

সিআইডি জিম্মায়

তিনের পাতার পর

থেকে পুলিশ তাকে আটক করে গুয়াহাটির কাহিলাপাড়ায় অসম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে এসেছিল। এর পর দিবন ডেকার বিরুদ্ধে অসম পুলিশের সিআইডি ১৩/২০২০ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪১৮/৪২০/১২০বি ধারায় মামলা রুজু করে আজ বিকেলের দিকে তাকে কামরূপ মেট্রো মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করে সাতদিনের জন্য তাকে তাঁদের হেফাজতে চেয়েছিলেন সিআইডি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের কেঁসুলি। বিচারপতি তাকে পাঁচদিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন।

আদালত তাকে কোনও কেঁসুলির আবেদন জানাতে বললে দিবন তার দরকার নেই বলে জানান। জনৈক আইনজীবী এই খবর জানিয়ে বলেন, দিবন গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগছেন। তাই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

যৌন হেনস্থা মামলা : ভারসোভা থানায় জেরা অনুরাগ কাশ্যপকে

মুম্বই, ১ অক্টোবর (হি.স.): ডেকে পাঠিয়েছিল মুম্বই পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপকে ভারসোভা থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। মুম্বই পুলিশের সমন পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়েই হাজিরা দিলেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। অভিনেত্রী পায়েল ঘোষ পরিচালকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনেন গত ১৯ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭৬, ৩৫৪, ৩৪১ এবং ৩৪২ ধারা অনুযায়ী অনুরাগের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার অনুরাগকে জেরা করছেন মুম্বই পুলিশের কর্তারা। শুধুমাত্র যৌন হেনস্থা নয়, অনুরাগের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মাদক সেবনের অভিযোগেও একটি অভিযোগ দায়ের করেন অভিনেত্রী পায়েল ঘোষ। অনুরাগ যদিও, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করেছেন। এখন মুম্বই পুলিশ কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার।

করোনায় কাঁপছে স্পেন ফের লকডাউনের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

মাদ্রিদ, ১ অক্টোবর (হি. স.) : স্পেনে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা সংক্রমণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বৃহস্পতিবার থেকেই রাজধানী মাদ্রিদে কড়া লকডাউন জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ সরকার। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। যদিও মাদ্রিদের গভর্নর প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের লকডাউনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

গত দুই সপ্তাহে ইউরোপিয় দেশটির রাজধানীতে নতুন করে মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬০৪ জন। পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে বুধবার বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন স্পেন সরকারের শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে অধিকাংশ গভর্নর লকডাউনের পক্ষে মতামত দেন। তার পরেই স্পেন সরকারের পক্ষ থেকে মাদ্রিদে কড়া লকডাউনের ঘোষণা করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অকারণে কেউ মাদ্রিদে ঢুকতে পারবেন না কিংবা শহর থেকে বাইরে যেতে পারবেন না। খেলার মাঠ ও পার্ক বন্ধ থাকবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে একসঙ্গে ছয়জনের বেশি তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। করোনার তাণ্ডবে গত মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল স্পেন। কড়া লকডাউনের ফলে জুন থেকে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু অগস্টের শেষের দিকে ফের ইউরোপের দেশটিতে দ্বিতীয়বার আঘাত হানে প্রাণঘাতী ভাইরাস। তাই ফের লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেনের প্রশাসন।

সদ্য যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি-তে, পাটনায় খুন ওই নেতা

পাটনা, ১ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় ফের প্রকাশ্যে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! বৃহস্পতিবার সকালে পাটনায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া একজন নেতা। নিহত বিজেপি নেতার নাম-রাজেশ কুমার ঝা ওরফে রাজু বাবা। খুব সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রাজেশ কুমার ঝা। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন তিনি। সেই সময় দু"জন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে ওই বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ছ'টা নাগাদ বিজেপি নেতা রাজেশ কুমার ঝা-কে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তিনি। কী কারণে এই হত্যা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। বিজেপি নেতার একজন আত্মীয় জানিয়েছেন, কারও টার্গেটে ছিল রাজেশ। মনে হচ্ছে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই হামলা।

অসমে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৮০৮১১, পজিটিভের হার ২.৪১ শতাংশ, মৃত্যু ৬৯৭ জনের

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৩,৫৯০ জনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নতুন আক্রান্তদের নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমিতের সংখ্যা ১,৮০, ৮১১-য় গিয়ে পৌঁছেছে। এই সময়কালে মোট ১,৪৮,৭৮০টি কোভিড টেস্টে এঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া তিনি জানান, গতকাল রাত পর্যন্ত ১,৬১৬ জন রোগী করোনা জয় করে বাড়ি ফিরে গেছেন। এ নিয়ে করোনাকে জয় করে সুস্থ হয়েছেন মোট ১,৪৫,৬১৫ জন। তাঁর অফিশিলায় টুইট হ্যান্ডলে এই তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, গত তিনদিন ধরে অসমে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন এক লক্ষের বেশি টেস্ট সম্পন্ন করা হচ্ছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার কমে এসেছে ২.৪১ শতাংশে। নতুন পজিটিভদের নিয়ে রাজ্যে এখন পর্যন্ত কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৮০,৮১১। তবে তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রবাসী, তাঁদের বিহিঃরাজ্যে পাঠানো হয়েছে।এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গতকাল রাত পর্যন্ত আরও ১৭ জন কোভিড-১৯ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৯৭ হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইটারে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।এদিকে গোটা অসমজুড়ে বিভিন্ন জেলায় কোভিড সংক্রিমত হয়ে আরও যে ১৭ জন মৃত্যুমুখে পড়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপনের পাশাপাশি নিহতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। মন্ত্রীর প্রকাশিত মৃত্যু-তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা যথাক্রমে কাছাড়ের সঞ্জয় সুর (২৫), করিমগঞ্জের বাণী পালচৌধুরী (৮০), লখিমপুরের তিনজন দিলওয়ার হুসেন হাজরিকা (৬২), নারায়ণ পেগু (৫২) ও হেমচন্দ্র বরুয়া (৫৪), ডিব্রুগড়ের তিনজন অনিল তামুলি (৬৭), রুকুনউদ্দিন আহমেদ (৫২) ও সুবোধ দৌধুরী (৭২), দরঙের জেহেরুল ইসলাম (১৫), মরিগাঁওয়ের সত্যদেব শর্মা (৭৮), নগাঁওয়ের দুজন প্রেমলাল কেঁওর (৫৫) ও রবীন বরা (৫৪), যোরহাটের তুলু চেতিয়া (৮০), শোণিতপুরের চেনিমাই দাস (৮৫), কোকরাঝাড়ের অভিজিত বিশ্বাস (৩৩), জন্টি ডেকা (৬২) এবং কামরূপ গ্রামীণ জেলার হুসেন আলি (৬৫)।

'পাপ কখনও বাপকে ছাড়ে না' হাথরস নিয়ে তথাগত রায়

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের ঘটনা নিয়ে কলকাতার সংবাদমাধ্যমের কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি টুইটে লিখেছেন, "মৃতদেহ পুড়িয়েছে বলে হাথরাসের পুলিশের নিন্দায় ভরপুর কলকাতার সংবাদমাধ্যম। আর সতেরো জন জ্যান্ত আনন্দমার্গী সাধুদের পুড়িয়ে মেরেছিল একপাল কমরেড, মনে পড়ে? ৩০ সে এপ্রিল ১৯৮২। পাপ কখনও বাপকেও ছাড়ে না।

অসম পুলিশের এসআই পদে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস গ্রেফতার অন্যতম মূল অভিযুক্ত দিবন ডেকা

গুয়াহাটি, ১ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর (এসআই) পদে নিযুক্তির লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত কেলেংকারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত দিবন ডেকাকে ঘটনার দশদিনের মাথায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বরপেটা জেলার পাটাসারকুচি থেকে পুলিশ তাকে আটক করে গুয়াহাটির কাহিলাপাড়ায় অসম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিয়ে এসেছে। এখানে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং আইনি প্রক্রিয়া শেষে গ্রেফতারের পর আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের লকআপে রাখা হয় বিজেপি সদস্য দিবনকে।

এদিকে অন্য এক সূত্রের দাবি, গতকাল রাতে অসম পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে আত্মসমর্পণ করতে আসছিলেন প্রশ্নপত্র কেলেংকারির অন্যতম মূল অভিযুক্ত দিবন ডেকা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গুয়াহাটি আসার পথে পাটাসারকুচি এলাকায় তাকে আটক করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ২০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা থেকে অসম পুলিশের ৫৯৭টি শূন্য এসআই পদের লিখিত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন সকালের দিকে সোশাল মিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা বাতিল করে দেয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এদিন ছিলেন দিল্লি। তিনি দিল্লিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে কড়া নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ দিবন সহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করে দুরন্তগতিতে তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। তবে ঘটনার আরেক প্রধান অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন ডিআইজি প্রশান্তকুমার ফুকন এখনও ফেরার। তাঁর সন্ধান দাতার জন্য অসম পুলিশ নগদ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে।

এদিকে পুলিশের এসআই পরীক্ষা কেলেংকারির সঙ্গে তার নাম জুড়ে যাওয়ার পর অভিযুক্ত দিবন তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিস্ফোরক অভিযোগ সংবলিত একটি পোস্ট করেছিলেন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, প্রশ্নপত্র কেলেংকারির সঙ্গে রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকও জড়িত। আজ স্পেশাল ব্রাঞ্চের দফতরে প্রশ্নপত্র কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম জানতে জেরা চলছে বলে জানা গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দিবন ডেকার বিরুদ্ধে একেকটি প্রশ্নপত্র এক লক্ষ টাকায় পরীক্ষা প্রার্থীদের কাছে বিক্রি করারও অভিযোগ রয়েছে। বিজেপি সদস্য দিবন ডেকার ছাপাখানাও আছে।

মেঘালয়ে কনরাডের মন্ত্রিসভা থেকে ছাঁটাই দুই মন্ত্রী, আজ শপথ নেবেন নতুন দুজন

শিলং, ১ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয় মন্ত্রিসভা থেকে ছাটাই করা হয়েছে দুই মন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার সিদ্ধান্তে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে তাঁদের একজন তাঁর নিজের দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) এবং অন্যজন হিল স্টেট পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এইচএসপিডিপি)-র সদস্য।

মেঘালয় সরকারের আড়াই বছর পূর্তির অল্পদিনের মধ্যেই এনপিপি-র কমিনগন ইমবোন এবং এইচএসপিডিপি-র সামলিন মালঞ্জিয়াং মন্ত্রিত্ব হারায়িছেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর এনডিএ-ভুক্ত মেঘালয় ডেমোক্র্যাটিক এলায়েন্স (এমডিএ) সরকার আড়াই বছর পূর্ণ করেছে।

মূলত, জোটের অন্য বিধায়কদের মন্ত্রিত্বের সুযোগ দেওয়ার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ইমবোন-এর জায়গায় এনপিপি-র প্রথমবারের বিধায়ক দাশাখিয়াত লামারে এবং এইচএসপিডিপি-র বিধায়ক রেনিকটন লিংডো তংখার সামলিন মালঞ্জিয়াঙের জায়গায় মন্ত্রী হচ্ছেন। আজ সন্ধ্যায় ওই দুই বিধায়ক নতুন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।

নবান্নের প্রশংসায় ক্যাগ

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি. স.): অনিয়ন্ত্রিত খরচ এবং আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলে বারবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এবার সেই আর্থিক বিষয় নিয়েই নবান্নের প্রশংসা করল কেন্দ্রীয় সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বা ক্যাগ।

গত আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট দিয়েছে ক্যাগ। রাজ্যের অর্থ দফতরকে চিঠি দিয়ে ক্যাগ জানিয়েছে, গত আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের রাজ্য সরকার আয় করেছে তা থেকে ব্যয় করেছে অনেক কম। অর্থাৎ রাজ্যের খরচ সীমিত।

এছাড়াও ক্যাগের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (প্রশাসন) রাহুল কুমার জানিয়েছেন, আয়ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আয়ের অনেকটাই তারা গচ্ছিত রাখতে পেরেছে। এ সংক্রান্ত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটেও তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান "লাগাতার পাঁচ-ছয় বছর ধরে আমরা এই পুরস্কার পাচ্ছি। আর দেখিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা যেতে পারে।"অন্য রাজ্যকে বাংলার এই মডেলকে মেনে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে ক্যাগ বলেও জানান তিনি।

নাগাল্যান্ডে করোনায় আক্রান্ত নতুন ১২৩ জন, সংখ্যা বেড়ে ৬১৬৩

কোহিমা, ১ অক্টোবর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে নতুন করে ১২৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাতে, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬, ১৬৩-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৬৮ জন মন জেলার, ডিমাপুরের ৩৭ জন, কোহিমার ১৬ জন এবং তুয়েনসাং জেলার ২ জন রয়েছেন।

রাজ্যে বর্তমানে ১,০৭৫ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় ৭৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫০২০ জন। নাগাল্যান্ডে সুস্থতার হার ৮১.৪৫ শতাংশ।

স্বাস্থ্য দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁদের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান চলছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া অন্য নিহতদের মধ্যে পাঁচ জন অন্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং পাঁচ জনের মৃত্যুর কারণ খোঁজ চলছে। এদিকে, করোনা আক্রান্ত হয়ে অন্য রাজ্যে গেছেন ৪৬ জন। ওই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

নাগাল্যান্ডে জেলাভিত্তিক করোনা আক্রান্তের তথ্যে দেখা গিয়েছে ডিমাপুরে ৩২৩০ জন, কোহিমায় ১৯৪৭ জন, মন জেলায় ৩৮৩ জন, পেরেনে ২৭২ জন, জুনহেবতোয় ১২৩ জন, তুয়েনসাঙে ৮০ জন, মককচুঙে ৪৬ জন, ফেকে ৩৫ জন, বখায় ২৬ জন, কিফিরে ১২ জন এবং লংলেঙে ৯ জন রয়েছেন। মোট করোনা আক্রান্তের মধ্যে ২৯৩০ জন সুরক্ষা কর্মী, ১৪৯৭ জন বহিঃরাজ্য থেকে এসেছেন, ১৩৯৪ জন করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়েছেন এবং ৩৪২ জন সামনের সারির যোদ্ধা রয়েছেন। নাগাল্যান্ডে এখন পর্যন্ত ৭৯,৭১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

াঙ্গন

দক্ষিণ আফ্রিকার তিন নারী ক্রিকেটার করোনায় আক্রান্ত

ক্রিকেটে ফিরতে উন্মুখ দক্ষিণ আফ্রিকা। এরই মধ্যে তারা ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দলকে অনুশীলনে নামানোর প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। তবে ফেরার আগেই ধাক্কা খেল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটকরোনাভাইরাস মহামারি বিরতির পর নতুন স্বাভাবিকতায় ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছে ক্রীড়াঙ্গন। লম্বা বিরতির পর প্রথমে মাঠে ফেরে ইউরোপের বড় ফুটবল লিগ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ে খেলা হচ্ছে দর্শকশূন্য মাঠে। জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে দর্শকহীন মাঠে ফিরেছে ক্রিকেটও।ক্রিকেট মাঠে ফিরেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ দিয়ে। ইংল্যান্ডের মাটিতে সেই সিরিজের শেষ টেস্টটি চলছে এখন। পাকিস্তান দলও এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে আছে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে সেখানে তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। আসলে মাঠে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে অন্য ক্রিকেট দলগুলোও। আগামী মাসে মাঠে গড়াবে আইপিএল। অস্ট্রেলিয়া দলের ইংল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা। ভারত ডিসেম্বরে যাবে অস্ট্রেলিয়া সফরে।ক্রিকেটে ফিরতে উন্মুখ দক্ষিণ আফ্রিকাও। এরই মধ্যে তারা ছেলে ও মেয়েদের জাতীয় দলকে অনুশীলনে নামানোর প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। তবে ফেরার আগেই ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা একটা ধাক্কা খেল। দেশটির মেয়েদের জাতীয় দল ও কোচিং স্টাফ মিলিয়ে মোট তিন সদস্যের করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। ইংল্যান্ড সফর সামনে রেখে মেয়েদের একটি অনুশীলন ক্যাম্প আয়োজন করার কথা বলেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। এর আগে দলের সবার করোনা পরীক্ষা করানো হয়। তাতেই দুজন ক্রিকেটারসহ কোচিং দলের একজনের করোনা ধরা পড়েছে।প্রিটোরিয়াতে অনুশীলন ক্যাম্পটি শুরু হওয়ার কথা আগামী পরশু। এর আগে তিনজনের করোনায় আক্রান্ত হওয়া নিয়ে এক বিবৃতিতে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা জানায়, 'আমরা নিশ্চিত করেছি তিনজনের করোনা ধরা পড়েছে। যাঁদের করোনা ধরা পড়েছে তাঁরা এখন ১০ দিনের জন্য আইসোলেশনে চলে যাবেন এবং অনুশীলনে অংশ নেবেন না।'করোনায় আক্রান্ত তিনজনের শরীরে তেমন কোনো লক্ষ্মণই ছিল না বলেও জানিয়েছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। সব মিলিয়ে ৩৪ জনের করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে। আগামী ১৬ আগস্ট দ্বিতীয় ধাপের অনুশীলন শুরু করবে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। এর আগেও একবার সবার করোনা পরীক্ষা করানো হবে। আর ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়ার আগে বিধি অনুযায়ী আরও একবার পরীক্ষা তো করাতেই হবে। ইংল্যান্ডে সিরিজটি হওয়ার কথা জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে।

বাংলাদেশকে স্তব্ধ করার কথা ভেবে এখনো শিউরে ওঠেন বিনি

দিনটি বাংলাদেশের ক্রিকেট ভক্তরা ভুলবেন না কখনো। ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে। তবু ১৭ জুন বাংলাদেশের সবাই টিভি পর্দায় প্রবল আগ্রহে ক্রিকেট দেখায় মন দিয়েছিল। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন বাংলাদেশের পেসাররা। অভিষিক্ত তাসকিন আহমেদের ৫ উইকেটে ভারতকে ১০৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে আরেকটি জয়ের আশায় তখন সবাই। সে ম্যাচ বাংলাদেশ হেরে বসেছিল!১০৬ রানের লক্ষ্যে নেমে যে একটুর জন্য স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাও নয়। রীতিমতো ৪৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। সাকিব-তামিম-মুশফিক-মাশরাফি-মাহমুদউল্লাহ সমৃদ্ধ পূর্ণ শক্তির বাংলাদেশ সামান্য ১০৬ রানের লক্ষ্যটা ছুঁতে পারেনি ভারতের 'বি' দলের বিপক্ষে। এক সুরেশ রায়না ছাড়া ভারতের নিয়মিত একাদশের কেউই যে সেবার বাংলাদেশ সফরে আসেননি। তবু বাংলাদেশ এক ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে দিয়েছিলেন স্টুয়ার্ট বিনি।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে কোনো উইকেট না পাওয়া বিনি সেদিন ৪.৪ ওভারে ৪ রান দিয়ে তুলে নিয়েছিলেন বাংলাদেশের ৬ উইকেট। ভারতের ওয়ানডে ইতিহাসেরই সেরা বোলিং এটি। ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রান ও সবচেয়ে কম বলে অলআউট হওয়ার রেকর্ডটি বাংলাদেশ সেদিন নতুন করে বুঝে নিয়েছিল। এ ম্যাচ বাংলাদেশের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা ভোলেন কীভাবে? বিনিও ভুলতে পারেন না। মাত্র ২৩ ম্যাচের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সেরা অর্জন তো তাঁর এটাই!সেদিন বাংলাদেশ ম্যাচ জয়ের পথেই ছিল। দুই ওপেনারের দ্রুত বিদায়ের পরও মোহাম্মদ মিঠুন ও মুশফিকুর রহিম দলকে ৪৪ রান পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন। এরপরই বোলিংয়ে আসেন বিনি। প্রথমে মুশফিক, এরপর মিঠুনকে তুলে নেন। মাহমুদউল্লাহও বিনির প্রথম বলেই বিদায় নেন। অন্য প্রান্তে সাকিবও বিদায় নেন মোহিত শর্মার বলে।

এর পর যা হলো তা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। ৬ রানের মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অলআউট ৫৮ রানে। ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনাই সে যাত্রা ম্যাচটির ক্ষত কিছুটা ভুলিয়ে দিয়েছিল।এখনো সে দিনের কথা ভেবে রোমাঞ্চ বোধ করেন। স্বপ্নের মতো সে বোলিংয়ের কথা ভেবে এখনো তাঁর শিউরে ওঠেন।

স্পোর্টসক্রীড়ার সঙ্গে কথোপকথনে সে দিনের কথা জানালেন স্টুয়ার্ট বিনি, 'সত্যি বলছি, এখনো সেদিনের ভিডিও দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। এর চেয়ে ভালো দিনের আশা করা যায় না। সেদিন আমাদের রান বেশি ছিল না এবং প্রথম বল থেকে চাপে ছিলাম। উইকেট খুব একটা খারাপ ছিল না কিন্তু বৃষ্টির কারণে বারবার খেলা থামাতে হয়েছিল। বারবার মাঠ ঢাকতে হয়েছিল। উইকেট কিছুটা আর্দ ছিল এবং সেটা আমার বোলিংয়ের সঙ্গে একদম মানিয়ে যায়। এর চেয়ে ভালো উইকেটের আশা করতেও পারি না আমি।'

রোচ এই শতাব্দীতে 'ডাবল' দেখা প্রথম ক্যারিবিয়ান

ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে কাল প্রথম দিনেই বেকায়দায় পড়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দুই সেশনে ছড়ানো দাপট শেষ সেশনে থাকেনি। ওলি পোপ ও জস বাটলার জমে যাওয়ায় ৪ উইকেটে ২৫৮ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছিল ইংল্যান্ড। আজ দ্বিতীয় দিনে খেলা শুরুর অষ্টম ওভারে কথাগুলো বলতে বাধ্য হলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইন। তবে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে একেবারে খারাপও করেনি। শুরুর বিপদ কাটিয়ে ৩৬৯ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। এর পরই মধ্যাহ্নভোজে যায় দুই দল। কাল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৮৫.৪ ওভারের খেলা হয়েছিল (২৫৮/৪)। আজ ৯২.৪ ওভার মানে ৪৮ বলের মধ্যে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে বসে ইংল্যান্ড। পোপ (৯১) ও বাটলারকে (৬৭) ফিরিয়েছেন শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। ইংলিশ "লেজ" ছাঁটার কাজটা করছেন রোচ। আর তা করতে গিয়েই দেখা পেলেন টেস্টে ২০০তম উইকেটের। ১৯৯ উইকেট নিয়ে কালকের দিন শেষ করেছিলেন এ পেসার। ছন্দে যে আছেন তা কাল বেন স্টোকসকে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রোচ। আজ নিজের তৃতীয় ওভারে ওকসকে তুলে নিয়ে মাইলফলকটির দেখা পান তিনি।ধারাবাহিকভাবে স্টাম্পের আশপাশে বল ফেলে তুলছিলেন রোচ। ওকস তা খেলতে গিয়েই টেনে আনেন স্টাম্পে। টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নবম বোলার হিসেবে উইকেটের "ডাবল সেঞ্চুরি" পেলেন রোচ। তাঁর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বশেষ কোন বোলার টেস্টে ২০০ উইকেট পেয়েছিলেন সেটি বড় প্রশ্ন। কারণ এই শতাব্দীতে সে নজির নেই! অবিশ্বাস্য লাগতে পারে কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের (রোচের আগে) হয়ে সর্বশেষ কোনো বোলারের ২০০ উইকেট পাওয়ার নজির ২৬ বছর আগে। ১৯৯৪ সালে কার্টলি অ্যামব্রোস। তারপর আজ দেখা এলেন কেমার আন্দ্রে জামাল রোচ।২০১৭ সাল থেকেই টেস্টে সেরা বোলারদের কাতারে রয়েছেন রোচ। ২২.৭২ গড়ে এ সময় ৭৯ উইকেট নিয়েছেন ডানহাতি এ পেসার। উইকেট নেওয়ার এ তালিকায় একই সময় তাঁর চেয়ে ভালো গড় নিয়ে এগিয়ে আছেন শুধু জেমস অ্যান্ডারসন, প্যাট কামিন্স, ইশান্ত শর্মা ও জেসন হোল্ডার।স্টুয়ার্ট ব্রড ও ডম ব্রেস নবম উইকেটে ৭৬ রানের জুটি গড়ে ইংল্যান্ডের পতন এড়ান। ৪৫ বলে ৬২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন পেসার ব্রড। মূলত তাদের জুটিতে ভর করেই সম্মানজনক স্কোর পেয়েছে ইংল্যান্ড। ৭২ রানে ৪ উইকেট নেওয়া রোচ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সেরা বোলার। ২টি করে উইকেট শ্যানন গ্যাব্রিয়েল ও রোস্টন চেজের।বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্সেও অবশ্য ক্যারিয়ার লম্বা হয়নি বিনির।

NOTICE INVITING TENDER

The State Forensic Science Laboratory, Tripura, Agartala invites e-Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers/firm for "PROCUREMENT OF FORENSIC TOOL" through e-Procurement website of Government of Tripura, http: tripuratenders.gov. . in.

S1. No.	Name of the Items	Quantity	Tender Value	EMD value
1	Mobile Data Extractor Tool (imported)	01	Rs.381aklis	Rs.76,000/-

NB : Specification details of item mentioned above are given in Annexure-1 Period of completion: 60(sixty) days from the date of issue of supply order. The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website: http://tripuratenders.gov.in Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/-1732/2020-21

(Dr. H.K. Pratihari)
Director State Forensic Science Laboratory
Tripura, Narsingarh-799015.

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যেখানে এক কাতারে

এক কথায় স্পিনবান্ধব কৌশল। ঘরে খেলা হলে উইকেট বানানো হয় মূলত স্পিনারদের কথা মাথায় রেখেই। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ খুঁজতেও গলদঘর্ম হতে হয়। পেসারবান্ধব কোনোকিছু এতটাই বিরল। এবার পাকিস্তানের কথায় আসা যাক। তাদের বোলিংয়ের চিত্রটা কেমন?এটাও সহজ প্রশ্ন। ক্রিকেটপ্রেমী মাত্রই জানেন পাকিস্তান পেসার—প্রসবা দেশ। ইমরান খান, ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, শোয়েব আখতার, মোহাম্মদ আসিফ, মোহাম্মদ আমির...আরও কত নাম! রসিকতা করে অনেকে বলেন, অন্য দেশের জাতীয় দলে খেলা কিছু পেসার পাকিস্তানে পাড়ার ক্রিকেটেও দেখা যায়! অবশ্যই অন্য দেশগুলোর বোলারদের ছোট করতে এমন কথা বলা হয় না। পাকিস্তানে পেসারদের প্রাচুর্য বোঝাতেই এমন রসিকতা।আর পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসারদের অর্জনও চোখ রগড়ে দেওয়ার মতো। কিন্তু পরিসংখ্যানে ভালো করে তাকালে একটা ফেঁকর চোখে পড়বেই। গত ২০ বছরে ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানি পেসারদের অর্জন কী কী? হ্যাটট্রিক কিংবা ম্যাচ জেতানো বোলিংয়ের কথা বলা হয়নি। এমনকি টুর্নামেন্ট জেতানো বোলিংও না। বলা হচ্ছে মাইলফলকের কথা। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার কেমার রোচ যেমন টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পেলেন। তেমনি পাকিস্তানের কোনো পেসার কি গত দুই দশকে টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পেয়েছেন?রোচ এই শতাব্দীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম পেসার হিসেবে আজ ২০০ উইকেটের দেখা পেলেন। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে দারুণ এক তথ্যই জানিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ মাজহার আরশাদ। তাঁর টুইট, "পাকিস্তান ও বাংলাদেশই দুটো দল, যাদের কোনো পেসার গত ২০ বছরে টেস্টে ২০০ উইকেটের দেখা পায়নি।" বাংলাদেশের কথা না হয় মানা গেল কিন্তু পাকিস্তানের! বিশ্বাস করা কঠিন।পরিসংখ্যান মাঝে—মধ্যে আস্ত "গাধা" হলেও "মিথ্যাবাদী" নয়। ঠিক আজকের দিন থেকে গত ২০ বছরের পরিসংখ্যান চষে পাকিস্তানের এমন কোনো পেসার বের করা যায়নি। এই দুই দশকে দেশটির মাত্র দুজন বোলার টেস্টে ন্যূনতম ২০০ উইকেটের দেখা পেয়েছেন। দুজনেই স্পিনার, দানিশ কানেরিয়া (৬১ ম্যাচে ২৬১ উইকেট) ও ইয়াসির শাহ (৩৯ ম্যাচে ২১৩ উইকেট)। এমনকি তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীও একজন স্পিনার!

সাঈদ আজমল (৩৫ ম্যাচে ১৭৮ উইকেট)। সাবেক পেসার উমর গুল ৪৭ টেস্টে ১৬৩ উইকেট নিয়ে চারে। এরপর শোয়েব আখতার, ৩১ টেস্টে ১৩৩ উইকেট। শীর্ষ দশে পেসার মাত্র চারজন! বাকি দুজন সেই কলঙ্কিত জুটিআসিফ ও আমির।বাংলাদেশ টেস্টে বিশেষ করে ঘরের মাঠে অনেকটা ঘোষণা দিয়েই দলে স্পিনারদের আধিক্য রেখে নেমে থাকে। তাই পেসারদের এ তালিকায় না থাকাটা এক অর্থে অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও টেস্ট ক্রিকেটে বোলিংয়ের সৌন্দর্য বিবেচনায় পেসারদের এগিয়ে রাখেন অনেকে। ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রেও। তবু পরিসংখ্যানটা দেখে নেওয়া যাক। গত ২০ বছরে টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে ন্যূনতম ২০০ উইকেট একজনই নিয়েছেন। ঠিকই ধরেছেন। সাকিব আল হাসান (৫৬ ম্যাচে ২১০ উইকেট)।শীর্ষ পাঁচে পেসার একজনই। মাশরাফি বিন মুর্তজা। ৩৬ টেস্টে ৭৮ উইকেট নিয়ে পাঁচে আছেন সাবেক এ অধিনায়ক। শীর্ষ দশে বাকি দুজন শাহাদত হোসেন (৩৮ টেস্টে ৭২ উইকেট) ও রুবেল হোসেন (২৭ ম্যাচে ৩৬ উইকেট)। সাকিব ছাড়া এ সময় অন্তত ১০০ উইকেট পাওয়া বাকি দুই বোলার তাইজুল ইসলাম (২৯ টেস্টে ১১৪ উইকেট) ও মোহাম্মদ রফিক (৩৩ টেস্টে ১০০ উইকেট)।তাহলে চিত্রটা কী দাঁড়াল? পাকিস্তান পেস প্রসবা হলেও গত ২০ বছর বিবেচনায় দাঁড়িয়ে স্পিনবান্ধব বাংলাদে

NIT NO: e-PT-10/EURD/MNU/D/2020-21, dt. 29-09-2020

The Executive Engineer, RD Manu Division. Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 02:00 PM 20/10/2020 for different works under Manu & Chawmanu RD Block area (2 bid system). For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
N() NEGOT1A I ION WILL BE CONDUCTED WM 11 THE LOWEST BIDDER
ICA/C-1738/2020-21

For and on behalf or Governor of Tripura
Er. Binoy Kr. Jamatia
Executive Engineei RD
Manu Division,Dhalai.

PNIeT No: 31 /EE/CCD/PWD/2020-21, Dated. 30/09/2020

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 21-10-2020 for the work of Maintenance of Secretariat building at New Secretariat Complex, Agartala/ SH: Providing & laying separate water supply connection to Secretariat Canteen from the point of general entrance of Tripura Legislative Assembly line (2nd call). For Details visit website https://tripuratenders.gov.in . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1728/2020-21

Executive Engineer, P
Capital Complex Division
PWD(R&B), Kunjaban
Extration Agartala.

MEMORANDUM

Further finalization process of Tender for PNIT NO. 01/E—E7NH-D1V/PVVD (NH)/KGT/2020-21, dated: 23.07.2020 and Memo No. F 13(3) /EE/NH-DIV/KGT/329-397, dated:- 23.07.2020 is hereby cancelled due to unavoidable circumstances. Related DNIT No are as follows:-
i. 01/EE/PVVD(NH)/NH-D1V/KGT/2020-21
ii. 02/EE/ PWD(NH)/NH-DIV/KGT/2020-21
iii. 03/ PWD(NH)/NH-DIV/KGT/2020-21
iv. 04/EE/ PVVD(NH)/NH-DIV/KGT/2020-21
v. 05/EE/ PVVD(NH)/NH-DIV/KGT/2020-21
ICA/C-1720/2020-21

(Er. A.Kr Das) Executive Engineer,
NH Division, PWD(NH)
Kumarghat, Unokoti, Tripura
Dated:- 22 09 2020

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

গর্জিতে বজ্রাঘাতে নিহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ অক্টোবর।। শশুর গোপাল কান্তি ত্রিপুরার গর্জি বাঁশ বাগানস্থিত বাড়িতে বেড়াতে এসে আজ বিকালের বজ্রপাতে মারা গেলেন জামাই সুধীর রঞ্জন নোয়াতিয়া(২৪-চব্বিশ) নামে এক যুবক। সুধীররঞ্জন নোয়াতিয়ার পিতার নাম রাম কৃষ্ণ নোয়াতিয়া- বাড়ি শান্তিরবাজার মহকুমা মনপাথর আউট পোষ্টের কুপিলং এলাকায়। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর শশুর গোপাল কান্তি ত্রিপুরা বারান্দা যুক্ত ঘরের দরজায় বসে জামাই সুধীররঞ্জন নোয়াতিয়া বিশ্রাম করার সময় হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে বজ্রবিদ্যুতের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। জামাই সুধীররঞ্জন নোয়াতিয়ার একটু দুরে একটি গর্ভবতী ছাগল বারান্দায় আশ্রয় নিলে ছাগলটিও বজ্রপাতের ফলে মারা যায়। যদিও উদয়পুর ও শান্তির বাজার দুই মহকুমা সন্নিহিত গ্রাম গর্জি বাঁশ বাগান এবং শান্তিবাজার কুপিলং গ্রাম। শশুর বাড়িতে এসে বজ্রপাতে জামাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় গর্জি এবং শান্তি বাজার কুপিলং এলাকায় শোর ছায়া নেমে এসেছে।

যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে শান্তিরবাজার থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ অক্টোবর।। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আজ শান্তির বাজার থানা ঘেরাও করাহয়। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গত ২৭ তারিখ গনমুক্তি পরিষদের মিছিলে দুস্কৃতি কারীদের দ্বারা আক্রান্তহয় বিজেপি সমর্থীত কর্মী এই নিয়ে দুস্কৃতিকারীদের নামদিয়ে শান্তির বাজার থানায় লিখিত মামলা দায়ের করাহয়। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে গতকাল রাতে পতিছড়ী এলাকায় বিজেপি সমর্থীত কর্মী অঞ্জন দের্বমার উপর আক্রমন করেছে দুস্কৃতি কারীরা। এই আক্রমন কারীর নাম দিয়ে শান্তির বাজার থানায় মামলা দায়ের করার পর কোনোপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করছেনা শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এই অভিযোগ এনে শান্তির বাজার বিজেপির যুবমোর্চার উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার থানা ঘেরাও করে পরবর্তী সময় ৫ জনের প্রতিনিধি দল গিয়ে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর নিকট গিয়ে ডেপুটেশান প্রদান করেন। যুবমোর্চার সদস্যরা জানান টি টি এডিসির প্রাক্তন ক্রিড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের মন্ত্রী পরিক্ষিৎ মুড়াসিং এর নেতৃত্বে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাই উনাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি রাখেন যুবমোর্চার সদস্যরা। যুবমোর্চার সদস্যরা জানান উনাদের দাবী পূরন নাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। পরবর্তী সময় থানার পুলিশের দ্বারা পতিশ্রুতি পেয়ে থানা ঘেরাওমুক্তি করলো যুবকর্মীরা। অপরদিকে এই ঘটনার বিবরনে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে শান্তি প্রদানকরাহবে।

ইউজিসি'র স্বীকৃতি পেল এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ইউজিসি'র স্বীকৃতি পেল মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল ইউজিসি'র তরফ থেকে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এরফলে এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ফেকাল্টি ডেভেলাপমেন্ট পোগ্রাম, গন্থাগার উন্নয়ন, অনলাইন জার্নাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজিসি কর্তৃক আর্থিক সাহায্য মিলবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হবে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সচিন দেববর্মার মর্মর মূর্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি-নিজস্ব।

জাঙালিয়া ১ নাম্বার ওয়ার্ডের রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ অক্টোবর।। বিশালগড় বিধানসভার জাঙালিয়া এক নাম্বার ওয়ার্ডের যানবাহন চলাচলের রাস্তাটির দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায় রয়েছে কিন্তু সারায় করার কোন গন্ধই নেই।বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে উওর ব্রজপুর হয়ে কদমতলী বাজার, সোনামগন,তারপর ঢাকাড়বাড়ি, নবীনগর পর্যন্ত প্রায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যাত্রী রয়েছে মোটর স্ট্যান্ডে।সবগুলো গাড়ী এই জাঙালিয়া রোড দিয়েই চলাচল করে।কিন্তু দীর্ঘদিন রাস্তাটি সংস্কারের কোন কাজ হয়নি যার ফলে রাস্তাটি সম্পুর্ন ভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। জানা গেছে তৎকালীন বাম আমলে এই রাস্তাটির সংস্কারের জন্য কয়েকবার টাকা বরাদ্দ হয়ে এসেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি কারন সংস্কারের জন্য আসা সমস্ত টাকা সিপিএমের বড়বড় নেতাকর্মীদের পকেটে চলে গিয়েছে।সাধারন জনগন ভোট দিয়েছে এবং নেতারা তাদের পকেট ভরিয়েছে সেটা সিপিএম নেতাকর্মীরা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে রাজ্যের জনগনকে। জাঙালিয়া এলাকার জনসাধারনের প্রশ্ন এমনকি মোটর স্ট্যান্ডের যানবাহন চালকদের বক্তব্য আমরা গাড়ি চালানোর জন্য রোড ট্যাক্সের জন্য বড়মাপের টাকা দিয়ে থাকি প্রশাসনকে তাহলে সরকার ট্যাক্সের টাকা নিয়ে কি করছে যদি রাস্তাই সংস্কার করতে না পারে তাছাড়া পার্শবর্তী এলাকা চড়িলাম বিধানসভা এলাকা সেখানে কিন্তু অলিগলির রাস্তা একেবারে একটাও বাদ পরেনি সবকয়টি নতুন ভাবে করা হয়েছে। সাধারন মানুষের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বাম আমলে এই রাস্তাটির জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে পথ চলতি মানুষকে।এখন দেখার কর্তৃপক্ষ কি ভুমিকা গ্রহন করেন।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অক্ষম যোগী আদিত্যনাথ : মায়াবতী

লখনউ, ১ অক্টোবর (হি.স.): হাথরাসের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের গণ-ধর্ষণের জেরে মৃত্যুর ঘটনা উত্তর প্রদেশেই। এ বার উত্তর প্রদেশের বলরামপুরে লালসার শিকার হল ২২ বছরের এক দলিত যুবতী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতীর কথায়, বিজেপি সরকারের অধীনে, অপরাধী, মাফিয়া এবং ধর্ষকরা সহজেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে মায়াবতী বলেছেন, "হাথরাসের ঘটনার পর, আমি আশা করেছিলাম মহিলাদের প্রতি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে উত্তর প্রদেশ সরকার। কিন্তু, বলরামপুরে দলিত ছাত্রীর সঙ্গে একই ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটল। উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের অধীনে, অপরাধী, মাফিয়া এবং ধর্ষকরা সহজেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।"

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগের দাবি তুলে মায়াবতী আরও বলেন, "এমন কোনও দিন নেই যেদিন মহিলাদের প্রতি অপরাধের ঘটনা ঘটছে না উত্তর প্রদেশে। মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে না পারলে, পদত্যাগ করা উচিত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে তিনি অক্ষম।" মায়াবতী কটাক্ষ করে বলেন, "কেন্দ্রের কাছে আমি অনুরোধ করছি, তাঁকে তাঁর স্থানে (গোরক্ষনাথ মঠ) পাঠিয়ে দিন।" বলরামপুরের ঘটনার কথা সামনে আসতেই যোগী প্রশাসনকে এক হাত নিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবও।

হাথরাসের ঘটনা নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের হাথরাসে গণ-ধর্ষণ মামলায় বুধবারই মন্তব্য করেছেন প্রদেশ ও জাতীয় স্তরের বেশ কিছু নেতানেত্রী। অবশেষে বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, এক দলিত তরুণীকে নিয়ে হাথরাসে যে লজ্জাকর ও নৃশংস ঘটনা ঘটল, তার নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। পরিবারের আপত্তি সত্বেও নির্যাতিতা তরুণীর দেহ সৎকার করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে আরও লেখেন, আরও লজ্জার, ওই তরুণীর পরিবারের আবেদন অগ্রাহ্য করে বলপূর্বক তার দেহ দাহ করা। সেখানে ওদের কাউকে থাকতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ভোটের জন্য যারা ধ্বণি ও বড় বড় আশ্বাস দেয়, তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেল।

দুস্কৃতিদের হামলায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। বামুটিয়া আর জামাই চৌমুহনীতে গতকাল রাতে এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। তাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত ব্যক্তির বাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে ওই ব্যক্তি দুর্গা বাড়িতে আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।রাতে জামাই সমূহ নিয়ে এলাকায় তাকে আটক করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গুরুতরভাবে জখম করে দুস্কৃতিকারীরা। তার কাছ থেকে নগদ টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে রাস্তার পাশে ফেলে চলে যায় দুস্কৃতিকারীরা।রাস্তার পাশে রকক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা খবর দেন দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া জামাই চৌমুহনী সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সরকারি যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে শুরু এন্ট্রান্স পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার থেকে সরকারি যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে শুরু হলো এন্ট্রান্স পরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে খবর নিয়ে জানা গেছে এ বছর ত্রিপুরা জয়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫০ শতাংশের অধিক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় বসেছে। মহিলা কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের তথ্য জানতে গিয়ে জানা যায় এখানে ৫০ শতাংশের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ত্রিপুরা জয়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছে এক পরীক্ষক জানিয়েছেন সামাজিক দূরত্ব মেনে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে মাস্ক পরিণত অবস্থায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে।পরীক্ষায় বসার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।একজন পরীক্ষার্থী থেকে অন্য একজন পরীক্ষার্থীর বসার দূরত্ব কমপক্ষে ছয় ফুট দূরত্ব রাখা হয়েছে। আগামী তেশরা অক্টোবর পুনরায় ত্রিপুরা জয়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। জয়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম দিনে কোথাও থেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে। উল্লেখ্য করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা জয়েন এন্ট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে রীতীমতো সমস্যায় পড়তে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে।যাবতীয় বাধা উপেক্ষা করে সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

পুণে-তে রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

পুণে, ১ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার ভোররাতে (১.৩০ মিনিট নাগাদ) পুণে জেলার কুরকুম্ভ এমআইডিসি শিল্পাঞ্চল এলাকায়, পুণে-সোলাপুর রোডের ধারে অবস্থিত একটি রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ফ্যাক্টরিতে দ্রাবক প্রস্তুত করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল। তবে, ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। ফ্যাক্টরির ভিতরে দ্রাবক পদার্থ ফাটার আওয়াজও শোনা যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ভোরেই আগুন লাগে মুম্বইয়ের চেম্বুর রেল স্টেশনের কাছে একটি মার্কেটে। দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। এই অগ্নিকাণ্ডেও হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

বিশ্রামগঞ্জে সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সামাজিক পেনশন নিয়ে একদিনের মেগা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সিপাহীজলা জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এর উদ্যোগে একদিনের মেগা সামাজিক পেনশন নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে সামাজিক পেনশন এর মেগা কর্মশালা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা সামাজিক ভাতার যিনি কনভেনার নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের রাজ্য আধিকারিক প্রিন্স রানী। সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সুপাহীজলা জেলার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক ডক্টর চন্দ্রানী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলার সোশ্যাল জাস্টিস শান্তা দাস। বৃহস্পতিবার এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলার পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের আধিকারিক এবং সোনামুড়া, বিশালগড় ও জম্পুইজলা ব্লকের ভিডিও গন তাছাড়া এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ৬০ জন ভাতা প্রাপক এবং সিডিপিও এবং সুপারভাইজারগন উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহীজলা জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ডক্টর চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বিস্তারিতভাবে কি কি ভাবে ভাতার ফর্ম ফিলাপ করতে হয় তা সহজ সরল ভাবে বুঝিয়ে বলেন ১লা অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩০০০০ ভাতা প্রাপকদের ভাতা দেওয়া হবে রাজ্যে। সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে কি কি করা দরকার ছিল তা তিনি জানতেন না একটা রেওয়াজ উঠেছিল নতুন সরকার ভাতা বাধ দিয়ে দেয় এটা সিপিএমের অপপ্রচার। এতদিন সিপিএম ১০৩২৩ এর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে এরাজ্যে ১০৩২৩ এর এই অবস্থা। তাছাড়া অনুষ্ঠানে নলছড় কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস বলেন ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে গরীবদেরকে সেই সুযোগ সুবিধাগুলি তারা গ্রহণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভাতার ফর্মগুলি বিলি করতে হবে এমনকি মাইকিং করে দেওয়া হয় যাতে বিভিন্ন সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে এবং সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি, প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিবেদন পাঠাবে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস্

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। সংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস্ মুখ্যমন্ত্রীকে যে সময়সীমা বেধে দিয়েছিল বক্তব্য প্রত্যাহারের তা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে কোনও সাড়া মিলেনি। তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস্। সংগঠনের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সম্প্রচার মন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ সরূপ একটি প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

বৃহস্পতিবার এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস্'র চেয়ারম্যান সুবল কুমার দে জানিয়েছেন, এই বিষয়টির সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন সংগঠনকেও জানানো হয়েছে এবং প্রতিবেদন পাঠানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সংবাদ মাধ্যমকে হুমকি দেওয়া মানে হচ্ছে বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে সরকারের তরফ থেকে নানা ধরনের নোটিশ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সুবল কুমার দে ছাড়াও বক্তব্য রাখেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর পারমিতা লিভিংস্টোন, সাংবাদিক শানিত দেবরায় বক্তব্য রাখেন। আগামীকাল গান্ধী জয়ন্তি দিনে সাংবাদিক বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে কালো ব্যাচ ধারন করে আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সমীর ধর, অরুণ নাথ, বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বিলোনীয়ায় মন্দির মসজিদ নিয়ে মতবিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ অক্টোবর।। বিলোনিয়া রাজনগর ডিমাতলী চন্দ্রপুরের মসজিদের জায়গা নাকি জগন্নাথ মন্দিরের জায়গা। এখানে জগন্নাথ দেবের মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করা হয়েছে হিন্দু বিশ্ব সনাতন সেনার পক্ষ থেকে রাজ্য সভাপতির এই দাবীর ভিত্তিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ। অনেক বৎসরের পুরানো চন্দ্রপুর মসজিদ নিয়ে হিন্দু বিশ্ব সনাতন সেনার যে দাবি তা অমুলক অলীক দাবি। এই দাবী উস্কানি মূলক , সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী বলে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে নিন্দা জানান ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মুফতি তৈয়ীবুর রহমান। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈবুর রহমানের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক কার্যালয়ে গিয়ে জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এর নিকট তিন দফা দাবির এক স্মারকলিপি প্রদান করে। ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে পূর্বের মত নামাজ পড়ার অনুমতি ও অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে পুলিশ কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা দেওয়ার দাবি , পর্চার মধ্যে পীরস্থান লেখা আছে , যদিও পীরস্থানে মসজিদ থাকে এবং এখানে একটি পাকা মসজিদ রয়েছে। তবুও পর্চার মধ্যে মসজিদ উল্লেখ করে নতুন পর্চা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক ও চন্দ্রপুর মুসলিম পাড়ার সংখ্যালঘু মুসলিম রা মসজিদের হেফাজতের স্বার্থে ২৫ পরিবার এখানে বসবাস করছেন তাই বসবাসকারী ২৫ পরিবারের নামে জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়ার দাবিতে এই তিন দফা দাবির স্মারক লিপি পেশ করা হয় জেলা শাসকের নিকট।স্মারক লিপি পেশ করার পর বিলোনিয়া বনকর তাকিয়া মসজিদ প্রাঙ্গনে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ এর পক্ষ থেকে আহ্বান করা হয় সাংবাদিক সম্মেলন। আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে , চন্দ্রপুর মসজিদ নিয়ে হিন্দু বিশ্বসনাতন সেনার যে দাবি অমুলক অলীক দাবি। এই উস্কানি মূলক সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিকারী দাবির প্রতি তীব্র নিন্দা জানাই। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সর্বদা শান্তি ,সম্প্রতি , সংহতির পক্ষে। যেখানে ধর্মীয় স্থান কিংবা সংখ্যালঘু মুসলিমদের কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় সেখানেই সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে কিংবা সরকার ও প্রশাসনের সাথে আলাপ-আলোচনা বা দাবি জানিয়ে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়।তাই চন্দ্রপুর মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সে বিতর্কে অবসান এর জন্য জেলাশাসক কে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান আহত সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান। বিলোনিয়া বনকর নদীর উত্তর পাড়ে তাকিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুক্তি তৈবুর রহমান ছাড়াও ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের অফিস সেক্রেটারী মাওলানা আমিনুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।

পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে স্থানীয় জনগণের উপার্জন বাড়বে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ অক্টোবর।। জোলাইবাড়ি ব্লকের শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইকো পার্কে আজ আভাঙ্গছড়া পর্যটন কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে রাজ্যের সকল পর্যটন কেন্দ্রগুলি জনগণের জন্য উন্মক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণ পিপাসু মানুষের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও উন্নত করা হচ্ছে। তিনি জানান, সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় করে আভাঙ্গছড়ায় পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পর্যটনের বিকাশ হলে ঐসব এলাকার স্থানীয় জনগণের উপার্জন বাড়বে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শংকর রায়, পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার সহকারী জেলাশাসক ও সমাহর্তা শংকর রায়, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

নয় দফা দাবিতে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। ৯ দফা দাবিতে ডিওয়াইএফআই এবং টি ওয়াই এফ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পয়লা অক্টোবর থেকে। তেশরা অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে তারা আন্দোলনে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে পহেলা অক্টোবর কমিটির পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবিতে বলে এলাকায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে শামিল হন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদকনভারুণ দেব বলেন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ৯ দফা দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যুব সংগঠন। রাজ্যের আটটি জেলায় জেলা সিএম ওর কাছে তারা ডেপুটেশন প্রদান করবেন। দাবি গুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক বলেন রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পুরোপুরি ভেঙ্গে পরেছে। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি সহ রাজ্যের সর্বত্র হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যপরিসেবা পুরোপুরি ভেঙ্গে পরেছে বলে অভিযোগ এনেছেন তিনি।কোভিড সেন্টার গুলিতে যেসব পরিকাঠামো থাকার কথা সেই সব পরিকাঠামো নেই বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বিনাচিকিৎসায় করুণ আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। চিকিৎসক নার্স সহ স্বাস্থ্য দপ্তরে শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ করা হচ্ছে না। চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাবে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।অবিলম্বে চিকিৎসকের নার্সসহ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।এসব বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তা কাছেও ডেপুটেশনের এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।এরপরও যদি রাজ্য সরকার এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।